জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ভোটার তালিকায়

ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় সুপ্রিম কোর্ট গঠিত ট্রাইব্যুনাল নিয়ে ফের মামলা হাইকোর্টে। ট্রাইব্যুনাল কাজ না করায় পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। অনেকেই প্রয়োজনে বাড়িও বিক্রি করতে পারেছেন না

বাড়বে বৃষ্টি

আগামী কয়েকদিনে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার মহা-দুর্যোগের আশঙ্কা দক্ষিণবঙ্গের বহু জেলায়

এসআইআর-বিতর্কে জোড়া মামলা, রাজ্যের জবাব তলব

আরপিএমসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস জয়পুরে, তুমুল ক্ষোভ

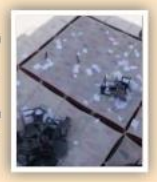

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৩১ • ২ জুলাই, ২০২৬ • ১৭ আষাঢ় ১৪৩৩ • বৃহস্পতিবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 31 • JAGO BANGLA • THURSDAY • 2 JULY, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

মন্দিরের প্রণামী বাক্সে হাত দিল দেবনাথ পরিবার

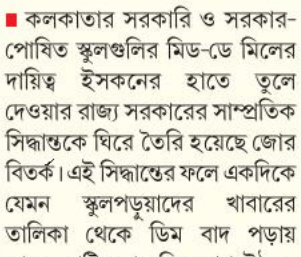

■ মেয়ের ন্যায়বিচার চেয়ে মানুষের সমবেদনায় জিতে বিধায়ক হয়েছেন মা। আর স্ত্রী বিধায়ক হতেই খুল্লামখুল্লা তোলাবাজি শুরু করেছেন স্বামী। মেয়ের বিচার চেয়ে জনপ্রতিনিধি হওয়া স্বামী-স্ত্রী এখন পানিহাটির 'সার্টিফায়েড' তোলাবাজ হয়েছেন। কন্যার শোকে কাতর বাবা-মায়ের নজর পড়েছে পানিহাটির অন্যতম প্রাচীন মন্দিরের প্রণামী-বাক্সে। প্রতিদিন যত টাকা ওই প্রণামীর বাক্সে পড়বে, তা যেন সময়মতো পৌঁছে যায় পানিহাটির বিজেপি বিধায়িকা রত্না দেবনাথের বাড়িতে! কার্যত এই ভাষাতেই মন্দিরের দীর্ঘদিনের প্রধান সেবায়েতকে শাসিয়ে এসেছেন রত্নাদেবীর স্বামী শেখর দেবনাথ।

(বিস্তারিত ভিতরে)

দায়িত্বে ইসকন মিড-ডে মিলের কর্মীরা কর্মহীন

■ কলকাতার সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলগুলির মিড-ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনের হাতে তুলে দেওয়ার রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তকে ঘিরে তৈরি হয়েছে জোর বিতর্ক। এই সিদ্ধান্তের ফলে একদিকে যেমন স্কুলপড়ুয়াদের খাবারের তালিকা থেকে ডিম বাদ পড়ায় তাদের পুষ্টির মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তেমনই অন্য দিকে গভীর অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন এই পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ। (বিস্তারিত ভিতরে)

বেইমানদের চিনে রাখুন-দূরে রাখুন

মাথা তুলেই লড়াই চলবে

■ দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভায় বক্তা কুণাল ঘোষ। বুধবার।

প্রতিবেদন : লড়াই আগেও করেছি, আবার করব— কিন্তু গলা কেটে দিলেও বিজেপির কাছে মাথা নত করব না! আপনারা এককাট্টা থাকুন। আপনারাই সম্পদ। দল ঘুরে দাঁড়াবেই। তৃণমূল কংগ্রেস ছিল আছে থাকবে। বুধবার বিকেলে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তীর ফোনের মাধ্যমে এই বার্তা দিলেন দলের কর্মীদের। ফোন মারফত নেত্রীর এই বার্তা পেয়ে মহারাষ্ট্র নিবাস হলে উপচে পড়া ভিড়ে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা প্রবল উৎসাহিত। নেত্রীর এই বার্তার পরই গোটা হল ফেটে পড়ল হাততালির ঝড়ে। ২১ জুলাইকে সামনে রেখে এদিন দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সম্মেলন হয়ে গেল মহারাষ্ট্র নিবাস হলে। রাজ্য সভাপতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, দক্ষিণের জেলা সভাপতি বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, কুণাল ঘোষ, প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী, আইটি সেলের প্রধান উপাসনা চৌধুরি-সহ একাধিক নেতা-নেত্রী এবং কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই একযোগে শপথ নিয়েছেন যা-ই ঘটুক না কেন একুশে জুলাই শহিদ-তর্পণ হবেই। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন নিজের স্বকীয় মেজাজেই কর্মীদের আগামীর দিক নির্দেশ করেন। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, নিজেরা একজোট থাকুন। বিজেপি এখন পুলিশ দিয়ে রাজ্য চালাচ্ছে। আপনারা ভয় পাবেন না মাথা উঁচু করে থাকবেন। এদিন বেইমানদের বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জিতে এখন বিজেপি করে মাথা রেখেছে বেইমানেরা। (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

শিকড়

জন্মেছিলাম
এক মাটির গ্রামে,
মাটির চালের ঘরে
প্রাণের শিকড় ডানা মেলল
তুলসির ছায়ার দ্বারে।
আঁখি মেলল
শিউলি সকালে
চড়ুই পাখির ডানা ঝটপট
শঙ্খ বাজল ঘরে।
পূজার ঢাকের আনন্দ কাঠিতে
আল্পনার অঙ্কন স্রোতে
ভোগের গন্ধ ছড়িয়ে,
লাল পেড়ে হলুদ শাড়ি পরে
মা রয়েছেন দাঁড়িয়ে।
শারদ প্রাতে
সবুজ মাঠে
শস্য শ্যামল বাংলা।
ভালোবাসার মায়াঞ্চলে
ধন্য হলেম
ধন্য নদী নালা।

ডিম-অসভ্যতায় পুলিশ-বাহিনীই মদতদাতা, দেখিয়ে দিলেন মহুয়া

প্রতিবেদন : মঙ্গলবারই ডিম-ছোঁড়া নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রতিবাদের নামে ডিম ছুঁড়ে হিংসা ছড়ানো নিয়ে রাজ্যের কাছে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কিন্তু সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই ফের ডিম ছোঁড়ার অসভ্যতা বিজেপির!

এটা কোন পরিবর্তন প্রশ্ন অভিষেকের

নদিয়ার কালীগঞ্জে পুলিশের সামনেই বিজেপির দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনতলার উপরে দাঁড়িয়ে-থাকা মহুয়াকে লক্ষ্য করে রাস্তা থেকে ছোঁড়া হল ডিম, নোংরা। ডিম এসে লাগে মহুয়ার গায়েও। এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন মহুয়া। এখন প্রশ্ন উঠছে সকলের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব কার? তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনার নিন্দা করে বলেছেন, এই পরিবর্তনই কি রাজ্যের মানুষ চেয়েছিলেন? হাইকোর্টের (এরপর ৬ পাতায়)

■ চলছে ডিম ছুঁড়ে অসভ্যতা। লাইভে দেখালেন মহুয়া মৈত্র। ডানদিকে, পুলিশের সামনেই বিজেপির গুন্ডারা।

ফিতে মাপায় জিজ্ঞাসাবাদ প্রহসনে কটাক্ষ কুণালের

প্রতিবেদন : বিজেপি-শাসিত পশ্চিমবঙ্গে এখন পুলিশরাজ চলছে। বিজেপি আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভয় পাচ্ছে। তাই একুশে জুলাইয়ের সভা বন্ধ করার নামে আগামী ২ মাস ধর্মতলায় সবরকম সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। বুধবার হেয়ার স্ট্রিট থানায় পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের পর বেরিয়ে এমনই মন্তব্য করেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। এর আগে একুশে জুলাই ধর্মতলায় সভা করার জন্য অনুমতি চেয়ে পুলিশকে চিঠি দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। গত রবিবার দুপুরে একুশে জুলাইয়ের সভার প্রস্তুতি হিসেবে ধর্মতলার সভাস্থলে মাপজোক করতে যান কুণাল ঘোষ, দোলা সেন, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল নেতারা। এই 'অপরাধ'-এ কুণাল ঘোষ-সহ তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় হেয়ার স্ট্রিট থানায়। বুধবার দুপুরে কুণাল ঘোষকে তলব করে হেয়ার স্ট্রিট থানা। তলব পেয়ে বুধবার দুপুরে থানায় হাজিরা দেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

2 July, 2026 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৭৫৭ সিরাজউদদৌল্লা-কে হত্যা করা হল।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন তিনি। পলাশির যুদ্ধে পরাজয়ের পর পালিয়েছিলেন সিরাজ। মুর্শিদাবাদ থেকে প্রথমে ভগবানগোলায় গিয়েছিলেন সিরাজ। দিন দুয়েক পরে, কয়েকবার বেশভূষা বদল করে পৌঁছেছিলেন রাজমহলের কাছে। তিন দিন ধরে কিছু খাওয়া হয়নি, তাই একটু বিরতি নিয়েছিলেন সবাই। রান্না করা হয়েছিল খিচুড়ি। শাহ দানা নামের এক ফকির গোপনে খবর দিয়ে দেয় মিরজাফরের ছেলে মিরানকে। খবর পেয়েই মিরজাফরের জামাই মিরকাশিম সশস্ত্র সৈন্যদের সঙ্গে করে নদী পার করে ঘিরে ফেললেন গোটা এলাকা। এদিন মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হল সিরাজকে। নবাব মিরজাফর হয়তো সিরাজউদ্দৌলাকে কিছুটা দয়া দেখাতেন। কিন্তু মিরান মনে করলেন দেশে শান্তি বজায় রাখার জন্য সিরাজউদ্দৌলাকে মারতেই হবে। মিরান তার এক সাথী মোহাম্মদি বেগ-কে দায়িত্ব দিল সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করার। সে নিজে প্রথমে ছুরি দিয়ে সিরাজকে আঘাত করে। তার পর তার সাথীরা তলোয়ারের আঘাতে আঘাতে সিরাজকে শেষ করে দেয়।

১৯৮৬ নিকুঞ্জ সেন (১৯০৬-১৯৮৬) এদিন কলকাতায় পরলোক গমন করেন। বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের সমস্ত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই অভিযানের সময় তিনি ধরা পড়েননি। তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। পরে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে গ্রেপ্তার হয়ে ৭ বৎসর জেলে কাটান।

১৯২৯ রসরাজ অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) এদিন প্রয়াত হন। তিনি শুধু নাট্যকারই ছিলেন না নিজেও অত্যন্ত শক্তিশালী অভিনেতা ছিলেন। কৌতুকনাট্য ও শ্লেষাত্মক রচনার জন্য অমৃতলাল বসু বিখ্যাত। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশ এবং তার মধ্যে নাটক চৌত্রিশ।

১৯৯৪ অন্দ্রিজ এসকোবার সালদারিয়াগা এদিন নিহত হলেন। কলম্বিয়া দলের ফুটবলার। সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে আমেরিকার বিরুদ্ধে আত্মঘাতী গোল করে বসেছিলেন এসকোবার। তারই জেরে কলম্বিয়া বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যায়। তারই প্রতিক্রিয়ায় ঘটনার দিন পাঁচেক পর লাস ভেগাসের নেভাদায় তিন আততায়ী ছটি গুলি করে এসকোবারকে। প্রতিবার গুলি চালানোর পর তারা 'গোল' কথাটি চিৎকার করে বুঝিয়ে দেয় ওই আত্মঘাতী গোলের কারণেই তাকে হত্যা করা হল।

১৯৭৭ ভ্লাদিমির নবোকোভ (১৮৯৯-১৯৭৭) এদিন মারা যান। ঔপন্যাসিক। শুরুতে রুশ ভাষায় সাহিত্য রচনা করলেও পরবর্তীতে ইংরেজিতে অভিনব গদ্যশৈলীতে উপন্যাস রচনার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর লেখা লোলিটা (১৯৫৫) বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস হিসেবে পরিচিত। ১৯৪০ সালের মে মাসে, জার্মান সৈন্য অগ্রসর হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে, নাবোকভের পরিবার তার ভাই সের্গেইকে ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পালিয়ে যায়, ৯ জানুয়ারি ১৯৪৫-এ নুয়েঙ্গামে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে মারা যান তিনি। ১৯৪৫-এ ভ্লাদিমির যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন। ১ অক্টোবর, ১৯৬১, তিনি ও তাঁর স্ত্রী ভিরা, সুইজারল্যান্ডের মন্ট্রেরেক্সের 'মন্টরেক্স পেলেস হোটেলে' চলে আসেন; তিনি তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত সেখানেই থাকতেন।

১৫৬৬ নস্ত্রাদামুস (১৫০৩-১৫৬৬) এদিন মারা যান। এই ফরাসি ভবিষ্যৎ-বক্তা বহু প্রাচীন কালে ভবিষ্যৎকাল নিয়ে এমন কিছু গণনা করে গিয়েছিলেন যা আশ্চর্যজনক ভাবে সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। পুরো নাম মিশেল দি নস্ট্রাদামুস। ১৫৫৫ সালে তাঁর ভবিষ্যৎ-কথন প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয়। সেই বইতে নস্ট্রাদামুসের মোট ৬৩৩৮টি ভবিষ্যৎ-কথন রয়েছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে দুনিয়া কাঁপিয়ে দেওয়া মড়ক, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা অনেক আগেই বলে গিয়েছিলেন তিনি। এমনকী ২০২০ সাল থেকে যে করোনা ভাইরাস বিশ্ব জুড়ে ত্রাস সৃষ্টি করেছে, সেই বিষয়েও স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

বিক্ষোভ মিছিল

১২ মাসের বেতন, ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা মাসিক বেতন, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি ও সরকার-পোষিত স্কুলগুলির মিড-ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনের হাতে তুলে দেওয়ায় রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ-মিছিল।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৫০

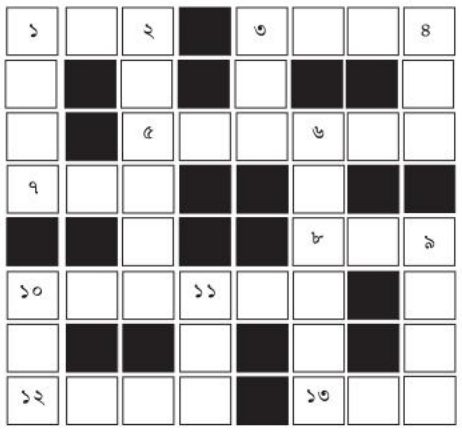

পাশাপাশি : ১. মন্থর, ধীর ৩. প্ররোচনা ৫. (আল.) যার কিছু আছে তারই আবার কিছু পাওয়া ৭. পরিহাস, ঠাট্টা ৮. রান্না ১০. প্রাণপত্নী ১২. কাজে অমনোযোগী ১৩. শব্দায়মান।

উপর-নিচ : ১. অভিনবত্ব ২. সমাজের নিয়মনীতি ৩. উৎপাদন ৪. নিঃসংশয়তা ৬. (আল.) অফুরন্ত ভাণ্ডার ৯. মেঘনাদ ১০. পেশা, বৃত্তি ১১. প্রতিশোধ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৪৯ : পাশাপাশি : ২. সালতি ৪. গয়বি ৬. ক্ষণে ৭. মণ্ডলাধীশ ৮. শপতি ১০. আটকা ১২. অধ্যাবসায় ১৩. ওহি ১৪. নাইয়া ১৬. লঙ্ঘন। **উপর-নিচ :** ১. দ্বয় ২. সার্চলাইট ৩. তিরিশ ৪. গণেশ ৫. বিমতি ৯. পরিবর্ধন ১০. আয়না ১১.কাওয়া ১২. অখিল ১৫. ইচ্ছা।

১ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪০৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪১২০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৪২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২২৪৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২২৪৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.৫৩	৯৩.২৮
ইউরো	১০৮.৮৮	১০৬.৩৭
পাউন্ড	১২৬.৭৩	১২৩.৮৪

নজরকাড়া ইনস্টা

■ অম্বরীষ ভট্টাচার্য

■ ইয়ামি গৌতম

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

2 July, 2026 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২ জুলাই ২০২৬
বৃহস্পতিবার

প্রকাশ্যে ধূমপান করার অভিযোগে জরিমানা। পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও বচসায় জড়িয়ে আটক দুই যুবক। হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনের সামনে বুধবারের ঘটনা

বিধায়ক হয়েই ন্যায়বিচার আউট, তোলাবাজি ইন

মন্দিরের প্রণামী-বাক্সে হাত বাড়াল আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা

প্রতিবেদন : মেয়ের ন্যায়বিচার চেয়ে মানুষের সমবেদনায় জিতে বিধায়ক হয়েছেন মা। আর স্ত্রী বিধায়ক হতেই খুল্লামখুল্লা তোলাবাজি শুরু করেছেন স্বামী। মেয়ের বিচার চেয়ে জনপ্রতিনিধি হওয়া স্বামী-স্ত্রী এখন পানিহাটির 'সার্টিফায়েড' তোলাবাজ হয়েছেন। কন্যার শোকে কাতর বাবা-মায়ের নজর পড়েছে পানিহাটির অন্যতম প্রাচীন মন্দিরের প্রণামী-বাক্সে। প্রতিদিন যত টাকা ওই প্রণামীর বাক্সে পড়বে, তা যেন সময়মতো পৌঁছে যায় পানিহাটির বিজেপি বিধায়িকা রত্না দেবনাথের বাড়িতে! কার্যত এই ভাষাতেই মন্দিরের দীর্ঘদিনের প্রধান সেবায়েতকে শাসিয়ে এসেছেন রত্নাদেবীর স্বামী শেখর দেবনাথ। বিধায়িকা স্ত্রীর নাম ভাঙিয়ে এখন শুধুই দাদাগিরি আর তোলাবাজি!

পানিহাটির গঙ্গা-তীরবর্তী ঐতিহ্যবাহী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির। সেখানে প্রায় ৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পালিত হয় দণ্ড মহোৎসব। সেই মন্দিরের প্রণামীর বাক্স দখল করতেই এবার ময়দানে নেমেছেন বিজেপি বিধায়িকা রত্না দেবনাথ ও তাঁর স্বামী শেখর দেবনাথ। গত শনিবার মন্দিরে ঐতিহ্যবাহী দণ্ড মহোৎসবে লক্ষাধিক মানুষ ভিড় করেছিলেন। মন্দিরের প্রণামী বাক্সেও প্রচুর দানের টাকা জমা হয়। কিন্তু উৎসবের আগের দিন, শুক্রবার সন্ধ্যায় কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে নিয়ে মন্দিরে হাজির হন পানিহাটির বিজেপি বিধায়িকার স্বামী তথা আরজি করে মৃত তরুণীর বাবা শেখর দেবনাথ। মন্দিরের দীর্ঘদিনের সেবায়েত বঙ্কুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে মন্দিরের সব ক'টি প্রণামীর বাক্সে জমা হওয়া দানের টাকা উৎসব শেষে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে বলে নির্দেশ দেন শেখরবাবু। সেই নির্দেশ মানতে না চাইলে পানিহাটির এক 'দাপুটে' বিজেপি নেতা ফোনে ওই পুরোহিতকে হুমকি দেন, ভয় দেখান বলে অভিযোগ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দিরে দণ্ড মহোৎসব।

> "বাম আমলে কিংবা তৃণমূল আমলেও কেউ কখনও হিসেব চাইতে আসেননি। কিন্তু নতুন সরকার আসতেই বলছে দানের সব টাকা ওঁরা নিয়ে যাবে"
> বঙ্কুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, সেবায়েত

বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি কথোপকথনের অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে, যেখানে সেবায়েত বঙ্কুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলছেন কলকাতার এক বর্ষীয়ান সাংবাদিক। সেখানে সেবায়েত বলছেন, শেখর দেবনাথ কয়েকজন লোক নিয়ে এসে প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন মন্দিরের চাবি কার কাছে থাকে! কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করতে উনি বলেন, মন্দিরের একটি ট্রাস্ট তৈরি হচ্ছে। এখন থেকে প্রণামীর বাক্সে যা টাকা পড়বে তার সমস্ত হিসেব ওই ট্রাস্ট রাখবে আর টাকাপয়সা সব নিয়ে যাওয়া হবে! এই মন্দিরে আমরা বংশ-গুরু পরম্পরায় প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করছি। সেবায়েতরাই মন্দিরের যাবতীয় টাকাপয়সার হিসেব রাখেন। বাম আমলে কিংবা তৃণমূল আমলেও কেউ কখনও হিসেব চাইতে আসেননি। কিন্তু নতুন সরকার আসতেই বলছে দানের সব টাকা ওঁরা নিয়ে যাবে। তাই আমি বলেছি, শুধু প্রণামীর বাক্স নিয়ে গেলে হবে না। দানে যে চিঁড়ে-মুড়কি কিংবা ফল আসে, সেগুলোও নিয়ে যাক। নিতে হলে সব নিক, শুধু টাকা নেবে কেন?

মিড-ডে মিলের চালেও দুর্নীতি!

প্রতিবেদন : নীতির বুলি আওড়ানো বিজেপি সরকারে আসতেই ভূরি ভূরি দুর্নীতির অভিযোগ। এবার মিড-ডে মিলের চালেও ধরা পড়ল বড় দুর্নীতি। হাবরার সোনাকানিয়া গ্রামের নবপল্লি বিদ্যাবীথি হাইস্কুলের ঘটনা। ঠিক কী ঘটেছিল? প্রতি বস্তায় ৫০ কেজি চাল থাকার কথা। সেই হিসেবে ৬টি বস্তায় চালের মোট ওজন হওয়ার কথা ৩০০ কেজি। কিন্তু মোট চালের ওজন হয় ২২৭ কেজি! এর পরই মিড-ডে মিলের চালের বস্তায় ওজনের গরমিল নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হলেন অভিভাবক ও স্কুলের শিক্ষকেরা। কীভাবে ধরা পড়ল এই দুর্নীতি? পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের ৬ বস্তা চাল আসে স্কুলে। তখন গ্রামের অনেক অভিভাবকই বাচ্চাদের স্কুলে দিতে এসেছিলেন। চালের বস্তা দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। অভিভাবকরা সে-কথা জানান স্কুলের মিড-ডে মিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে। বস্তা দেখে দুই শিক্ষকেরও সন্দেহ হয় ওজন নিয়ে। চালের বস্তা গাড়ি থেকে নামানোর আগেই তড়িঘড়ি এলাকা থেকে আনা হয় ওজন মাপার যন্ত্র। ওজনে দেখা যায় ৬ বস্তার প্রতিটিতেই নির্দিষ্ট ওজনের থেকে কম পরিমাণ চাল রয়েছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরেই ওই স্কুলের মিড-ডে মিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক মহম্মদ আব্দুল আজিজ ফোনে কথা বলেন সংশ্লিষ্ট ডিলারের সঙ্গে। ডিলার ওজনে কম থাকার কথা স্বীকার করে বাকি চাল পরে দেওয়ার কথা স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানান।

দুই অক্ষরেখায় বাড়বে ঝড়-বৃষ্টি

প্রতিবেদন : আগামী কয়েকদিনে দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। মৌসুমি অক্ষরেখা রাজস্থান থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এছাড়াও উত্তরপ্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত একটি পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে এই দুইয়ের মিশেলে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে বঙ্গোপসাগর দিয়ে। এর ফলে ঝড় বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের এক হাজার জেলায় সকালের দিকে আকাশ মেঘলা থাকবে। বাড়বে অস্বস্তি। তবে বেলা গড়ালেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে, শুরু হবে ঝড় বৃষ্টি। রবিবার মহা দুর্যোগের আশঙ্কা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বহু জেলায়। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হলুদ সতর্কতা রয়েছে কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি ও ঝাড়গ্রামে । ঘন্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে দমকা হাওয়া। তবে বৃষ্টি হওয়ার আগে পর্যন্ত ভ্যাপসা গরম এবং আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে । উত্তরবঙ্গেও মহা প্রলয় চলতে থাকবে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর সহ উত্তরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে। তবে বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি কমতে শুরু করবে এবং শুক্রবারের পর উইকেন্ডে ভারী বৃষ্টির আর কোনও সম্ভাবনা নেই।

কোটির বেশি উপভোক্তাকে বাদ রেখে চালু হল অন্নপূর্ণা যোজনা

প্রতিবেদন : ঢাকঢোল পিটিয়ে অন্নপূর্ণা যোজনার সূচনা হলেও রাজ্যের বিপুল সংখ্যক মহিলা থেকে গেলেন প্রকল্পের সুবিধার বাইরে। খাতায় কলমে তারা যোগ্য বলে স্বীকৃত হলেও টাকা পাননি। কবে পাবেন বা আদৌ পাবেন কি না, তাও নিশ্চিত নয়। সরকার নিজেই জানিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে প্রায় ১ কোটি ১৩ লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছে। অথচ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে একসময় উপভোক্তার সংখ্যা ছিল প্রায় ২ কোটি ৪২ লক্ষ। যাচাই-বাছাইয়ের পরে সরকার দাবি করছে, প্রায় ৩০ লক্ষ ভুয়ো ও অযোগ্য নাম বাদ দিয়ে বর্তমানে প্রাপকের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ। সেই হিসাবে প্রথম দিনেই এক কোটির উপভোক্তার বড় অংশ টাকা পেলেন না, যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

প্রকল্পের নাম বদলালেও বাস্তবে বহু যোগ্য মহিলা এখনও তালিকার বাইরে। সরকারেরসাফাই, যাচাই প্রক্রিয়া এখনও চলছে এবং পর্যায়ক্রমে যোগ্য সকল আবেদনকারীকেই অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কিন্তু ওই মহিলার যদি আদৌ কোনওদিন প্রাপকের তালিকায় স্থান পান তাহলে তারা পূর্ববর্তী মাসগুলির বকেয়া টাকা পাবেন কি? এর কোন জবাব সরকারের কাছে মেলেনি। বিগত দুই মাসের টাকা অধিকাংশ উপভোক্তা পাননি। জবাব মিলছে না বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতার প্রাপকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। সব প্রকল্পের অর্থ সাহায্যগত দুমাস ধরে বন্ধ। ঝাড়াই বাছাইয়ের পর নতুন করে তালিকা তৈরি করে তবেই বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতার টাকা ছাড়া হবে। কতদিন লাগবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। ফলে চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের।

টাকিতে ভাঙা হল অবৈধ নির্মাণ

প্রতিবেদন : অবশেষে আর্থ মুভার দিয়ে ভাঙা হল টাকিতে ইছামতী নদীর ধারে গড়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণ। এগুলি মূলত হোটেল ও গেস্ট হাউস। নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় বুধবার থেকে ইছামতীর ধারে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা সিটি গেস্ট হাউস ও দিশা গেস্ট হাউস এই দুটো ভাঙ্গার কথা ছিল। সেইমতো এদিন সিটি গেস্ট হাউস ভাঙার কাজ শুরু হল। দিশা গেস্ট হাউস তার মালপত্র সরানোর জন্য টাকি পুরসভার কাছে আবেদন করলে তাদের তিন দিন সময় দেওয়া হয়েছে। এদিন সিটি গেস্ট হাউস ভাঙার কাজ শুরু হতেই বহু মানুষ ভিড় জমান। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার ব্রিগেড, ম্যাজিস্ট্রেট, পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা। এই প্রসঙ্গে টাকির পুরপ্রধান বলেন, এই নিয়ে তিন বছর ধরে মামলা চলছিল।

জয়প্রকাশের জামিন

প্রতিবেদন : শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। সল্টলেকে বাড়ি-দখল মামলায় বুধবার জয়প্রকাশের জামিন মঞ্জুর করেছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। শর্ত, পুলিশকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার বাইরে যেতে পারবেন না।

হাইকোর্টে অনুব্রত

প্রতিবেদন : ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে অনুব্রত মণ্ডল-সহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে বীরভূমের শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই মামলায় আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল। চলতি সপ্তাহে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে। সিউড়ি জেলা আদালতে আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

চালু উৎসশ্রী পোর্টাল

প্রতিবেদন : ফের চালু হল উৎসশ্রী পোর্টাল। ২০২২ সালে সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই পোর্টাল বন্ধ ছিল। পোর্টালের মাধ্যমে শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীরা সব ধরনের ট্রান্সফারের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। এদিন থেকেই শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা বদলির জন্য আবেদন জমা দিতে পারছেন।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
2 July, 2026 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উপেক্ষিত আদালত

নদিয়ার সাংসদ মহুয়া মৈত্র কালীগঞ্জে দলের কর্মিসভা করছিলেন। সেই কর্মিসভার মাঝেই হঠাৎ জনা কুড়ি বিজেপি-আশ্রিত গুন্ডার দল সেই সভা লক্ষ্য করে বাইরে থেকে প্রথমে অসভ্যতা শুরু করে। তারপর ডিম, পাথর, জঞ্জাল ছুঁড়তে থাকে। কারণ কী? জানা নেই। লক্ষ্য একটাই তৃণমূলের সকলকে হেনস্থা করতে হবে, মারধর করতে হবে। যাতে ভয় পেয়ে গিয়ে হয় তারা হাত গুটিয়ে বাড়িতে বসে যাক অথবা মেরুদণ্ড বিকিয়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে হাত মেলাক। মহুয়া সেটা করেননি। মহুয়ার মতো অনেকেই সেটা করেননি। আর যাঁরা করেননি তাঁদের উপর আক্রমণ এবং প্রয়োজনে মামলা দিয়ে তাঁদের জেলবন্দি করা। বাংলার রাজনীতিতে এই ধরনের প্রতিশোধের রাজনীতি আগে দেখা যায়নি। যেটা বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শুরু করে দিয়েছে। আদালতের কড়া নির্দেশ ছিল এই যে ডিম ছুঁড়ে অসভ্যতা করা কিংবা কোমরে দড়ি বেঁধে গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের রাস্তা দিয়ে ঘোরানো, তা বন্ধ করতে হবে। এসব চলবে না। কিন্তু আদালতের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিজেপি স্পনসর্ড অসভ্যতা চলছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি নিয়ম করে বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছেন এটা বাংলার সংস্কৃতি নয়। যাঁরা এসব করছেন তাঁরা ভুল করছেন। অন্যায় করছেন। এসব বন্ধ করুন। কিন্তু রাজ্য সভাপতির কথায় যে চিঁড়ে ভেজেনি কিংবা তাঁর কথা কানেই তোলেনি, তা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হল, বাংলা কি এই পথেই হেঁটে প্রার্থিত পরিবর্তন আনবে?

e-mail থেকে চিঠি

দুর্নীতির আর-এক নাম বিজেপি

■ ভগবান রামচন্দ্র সকলের। কিন্তু বিজেপি তাঁর রাজনীতিকরণ করেছে। তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছে গেরুয়া শিবির— অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণকে সামনে রেখে। সেই রামমন্দিরেই চোর লুটেরাদের হাত! বিপুল নগদ, গয়না চুরি গেছে বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ফেঁসেছেন জমি দুর্নীতিতে। অভিযোগ মোদি ভগীরথ চৌধুরীর নামেও। কৃষিমন্ত্রকের একটি প্রকল্পের ভরতুকির টাকা তিনি নিজের ফার্মকে পাইয়ে দিয়েছেন! এদিকে, বাজারে এক প্যাকেট ১৫ টাকার ওআরএস সরকার কিনেছে ২০৫ টাকায়। ১০ লক্ষ টাকার পোর্টেবল এক্স-রে মেশিন দিল্লি সরকার কিনেছে ৩৩ লাখে! ৪৪৮টি। ফলে ৪৫ কোটির জায়গায় দাম মেটানো হয়েছে ১৪৮ কোটি টাকা। রেডিয়োলজিক্যাল যন্ত্রের বাজার দর ২৫ লক্ষ টাকা। সেটি কিনতে এই দরাজ দিল সরকার গুনেছে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা! ১৬ মাসে এই সরকার ৬৫০ কোটি টাকার মেডিকেল কেলেঙ্কারি উপহার দিয়েছে। দিল্লি সরকারের অধীনস্ত হাসপাতালগুলিতে বেড রয়েছে ১৫ হাজারের মতো। সেগুলির চাদর কেনা হয়েছে প্রায় সাড়ে ১৬ লক্ষ! দেড়শো টাকার চাদর কেনা হয়েছে সাড়ে চারশোয়!

এই ইস্যুতে আক্রমণাত্মক আম আদমি পার্টি। সৌরভ ভরদ্বাজের বক্তব্য, ২৭ বছর পর দিল্লিতে ক্ষমতায় আসার প্রথম বছরেই বিজেপি সুদে-আসলে ক্ষতিপূরণ উশুল করতে নেমে পড়েছে। গতবছর দিল্লির সরকারি হাসপাতালগুলির চিকিৎসা উপকরণ ক্রয়ের সব অধিকার বন্ধ করে দেয় বিজেপি সরকার। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, চিকিৎসা সংক্রান্ত যেকোনো উপকরণ একমাত্র সেন্ট্রাল প্রোকিয়োরমেন্ট এজেন্সিই কিনবে। নিজেদের পছন্দমতো একজন ডিরেক্টর জেনারেল অব হেলথ সার্ভিস নিয়োগ করা হয়। আর তারপরই শুরু হয় লুটপাট। মাত্র ১৬ মাসে এই সরকার ৬৫০ কোটি টাকার মেডিকেল কেলেঙ্কারি উপহার দিয়েছে। পাল্টা দাবি বিজেপির, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপ সরকার কিছুই করেনি। বরং আমাদের সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে। গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। বিজেপি যে দাবিই করুক না কেন, এই মারাত্মক দুর্নীতি দিল্লির বর্তমান সরকার এবং শাসক দলকে চরম অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। দিল্লির মতো একটি সরকারের অন্দরে এত কিছু ঘটে গেল! মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রীরা জানতেই পারলেন না? এটা বিশ্বাসযোগ্য? জবাব ডবল ইঞ্জিনগুলিকেই দিতে হবে।

—প্রীতম পিছল, শুঁড়ে কালনা, পূর্ব বর্ধমান

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মিথ, না-মিথের আলোয়
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

● ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ডাঃ নীলরতন সরকারের কন্যা কল্যাণীর প্রেমকাহিনি বাংলা সংস্কৃতিতে একটি প্রিয় উপাখ্যান, যা প্রায়শই একতরফা প্রেমের এক করুণ কাহিনি হিসেবে পরিবেশিত হয়।

কিন্তু গবেষণা বলছে এটি সম্ভবত একটি মিথ-মাত্র।

শোনা যায়, তরুণ ডাক্তার ডাঃ রায় কল্যাণীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর স্বল্প আয়ের কারণে প্রত্যাখ্যাত হন।

কথিত আছে, ডাঃ সরকার বলেছিলেন যে কল্যাণীর সাজগোজের খরচ ডাঃ রায়ের মাসিক বেতনের চেয়েও বেশি ছিল।

কিন্তু পুরো ঘটনাটার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

ডাঃ রায়ের জন্ম ও মৃত্যুদিনের পর দিনই জানিয়ে দিলেন দেবু পণ্ডিত

ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি কথাটা। সফল ডাক্তার, সফল প্রশাসক, কিন্তু ব্যর্থ প্রেমিক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

তিনি আর নীলরতন সরকারের মেয়ে, কল্যাণীর না-তীর পাওয়া প্রেমের গল্প।

এ-গল্প বাঙালির মুখে-মুখে, সর্বত্র শুধুই অপূর্ণ প্রেমের প্রতি বিধান রায়ের আনুগত্যের কথা। আর সেই সুবাদে অকৃতদার হয়ে থাকার বৃত্তান্ত।

চক্ষুচড়কগাছ ডাক্তার নীলরতন সরকারের ফ্যামিলি ট্রি ঘাঁটতে গিয়ে। সেখানে দেখছি নীলরতন সরকার পাঁচ কন্যাসন্তানের জনক ছিলেন, তাঁরা হলেন নলিনী বসু, অরুন্ধতী চ্যাটার্জি, শান্তা সেন, মীরা সেন এবং কমলা চ্যাটার্জি। এঁদের স্বামীরা হলেন যথাক্রমে, ডাঃ ডি এন বসু, কেদারনাথ চ্যাটার্জি, ভি এন সেন, সুশীলকুমার সেন, অশোক চ্যাটার্জি এবং অশোক চ্যাটার্জি। এঁরা প্রত্যেকেই তদানীন্তন সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, কেউ অধ্যাপক, কেউ সাংবাদিক, আবার এঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী, শিল্পোদ্যোগীও রয়েছেন। এ-ছাড়াও নীলরতন সরকারের একজন পুত্রও ছিলেন, তিনি হলেন অরুণপ্রকাশ সরকার। জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা ক্লাব'-এর সাহিত্যসভায় প্রায়ই মেয়েদের নিয়ে যোগ দিতেন। আর বড় ছেলে অরুণ ছোটবেলায় মারা যান। তার পর থেকে প্রতি বছর মাঘোৎসবে মন্দিরে এসে নীলরতন ছোটদের প্রত্যেককে একটি করে লাল গোলাপ দিতেন আর পেটপুরে খাওয়াতেন।

এই তালিকায় কল্যাণী কোথায়? মিথময়ী কল্যাণী?

আসলে ওই নামে নীলরতন সরকারের কোনও সন্তানই ছিল না! তা হলে মেয়ে আসবেনই বা কোথা থেকে, মেয়ে থাকলে তবেই না প্রেম, তার পরে বিয়ে দেওয়া না-দেওয়ার প্রশ্ন।

মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না দেওয়ায় কারণে নাকি নীলরতন সরকারের সঙ্গে এরপর বিধান রায়ের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়, তাও এক ভ্রান্ত প্রচার বই কিছুই না। নীলরতন সরকারের সঙ্গে বিধান রায়ের বরাবার সুসম্পর্ক বজায় ছিল, তিনি নীলরতনের চিকিৎসাও করতেন। নীলরতনের স্ত্রী নির্মলা দেবী ১৯৩৯ সালে মারা যাওয়ার পরে, ১৯৪০-এ নীলরতনের

স্ট্রোক হয়, সেই সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণও। এই রোগ থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার পরে বিধান রায়ের পরামর্শেই তিনি পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যখন মেডিক্যাল কলেজ থেকে মেডিসিনের পরীক্ষা দেন, তখন নীলরতন ছিলেন তাঁর পরীক্ষক। আজীবন তাঁদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বজায় ছিল। নীলরতনকে গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন বিধানচন্দ্র। স্মৃতিচারণায় জানিয়েছিলেন, নীলরতন রোগী দেখার সময়ে তিনি বেশ ক'বার উপস্থিত ছিলেন। রোগীর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ধীর-স্থির ও বিনয়ী ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বিরক্ত না হয়ে রোগীর বিস্তারিত ইতিহাস নেওয়া ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁকে পরীক্ষা করা তাঁর কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।

আদ্যোপান্ত কাজ পাগল মানুষ ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। ১৯৫৫ সালে কোনও একদিন দিল্লি-বোম্বাই ঘুরে বিমানে কলকাতা ফিরলেন দুপুর একটায়। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন মহাকরণে, বাড়ি ফিরলেন যখন ঘড়িতে তখন সাড়ে ৭টা বাজে। বিধান রায়ের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীকার টমাস তাঁর বাড়িতেই বসেছিলেন কাজের জন্যে, কিছু ছবি সম্পর্কে তিনি তাঁর থেকে শুনে নিয়ে লিখবেন, কিন্তু ডাঃ রায় ফিরে আসার পর থেকেই রাইটার্সের ফাইলের মধ্যে ডুবে আছেন। রাত সাড়ে ৯টা, তখনও তিনি পড়ে যাচ্ছেন। টমাস বললেন, এখন আপনার ঘুমোনোর সময়। তিনি অভিপ্রেত উত্তরই দিয়েছিলেন, 'তা হলে আমার কাজগুলো কে করবে?' টমাস বললেন, 'কাজের একটা সীমা থাকা উচিত। আপনি বিয়ে করেননি, তাই চলছে। আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা থাকলে তাঁরা আপনাকে বিশ্রামের কথা বলতেন।' ডাক্তারবাবু তাৎক্ষণিক উত্তর দিলেন, 'আপনি জানেন না? কাজের সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়েছে!'

কল্যাণীর নামকরণের পেছনে ইতিহাসটা তাহলে কী?

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছে। বিভিন্ন জায়গায় মার্কিনি সেনা ব্যারাক তৈরি করা হচ্ছে জোরকদমে। কলকাতা থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে মার্কিনি সেনা ঘাঁটি 'রুজভেল্ট নগর' গড়ে তোলা হল। বিমান ঘাঁটি, সেনানিবাস, সেনা হাসপাতাল কী ছিল না সেখানে! কাছেই 'চাঁদমারি হল্ট' স্টেশন। জনশ্রুতি অনুযায়ী, গঙ্গার ধারের নদিয়া জেলার ৪৫টি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছিল নগরী। যার পরিকল্পনার নেপথ্যে ছিলেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট।

এরপর স্তিমিত হয়ে এল বিশ্বযুদ্ধ, আত্মসমর্পণ করল হিটলারের জার্মানি। পরমাণু বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত জাপান পরাজয় স্বীকার করে নিল। তল্পিতল্পা গুটিয়ে পাকাপাকি ভাবে ভারত থেকে বিদায় নিল মার্কিনি সেনারাও।

তাদের জন্যে তৈরি ব্যারাক, সেনা ছাউনি, বিমান ঘাঁটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকল। জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে রুজভেল্ট নগরী। তারপর, পঞ্চাশের দশকে বিধান রায় ঠিক করলেন দ্বিতীয় কলকাতা তৈরি করবেন। রাস্তাঘাট, পার্ক, নর্দমা একেবারে পরিকল্পনা মাফিক শহর হবে। স্বাস্থ্য-শিক্ষা-শিল্প-যোগাযোগ— সব ক্ষেত্রেই সেরা হবে সেই শহর।

১৯৫০ সালে সেই শহরের মাস্টার প্ল্যান তৈরি হল, ১৯৫১ সালে শিলান্যাস করলেন তৎকালীন রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজু। ১৯৫৪ সালে 'চাঁদমারি হল্ট' স্টেশনের নতুন নামকরণ হল 'কল্যাণী'। এরপর ধীরে ধীরে পুরো শহরের নামই হয়ে গেল কল্যাণী। এই শহর ছিল কলকাতা থেকে দূরে, ফলে দূষণমুক্ত পরিবেশ। সেই সঙ্গে সব দিকেই মিলবে সুপরিষেবা। অতএব, এখানে থাকলে মানুষের কল্যাণ হবে। আর যেকোনও শহরকেই আমরা অনেক সময় স্ত্রীলিঙ্গ ধরি, তার সৌন্দর্য, রূপ বর্ণনা করতে। ঠিক যেমন কল্লোলিনী কলকাতা, বা তিলোত্তমা; সেইভাবেই কল্যাণ-এর সঙ্গেই জুড়ে হয়ে গেল কল্যাণী। আর সেই সঙ্গে তৈরি হল সরস মশলাদার গল্প।

আসলে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং কল্যাণীর প্রেমকাহিনি একটি চিত্তাকর্ষক উপকথা, যা বাংলা সংস্কৃতিতে এর আবেগঘন গভীরতার জন্য সমাদৃত। যদিও এই কাহিনিতে ডাঃ রায়কে হৃদয়ভঙ্গের দ্বারা চালিত এক রোম্যান্টিক চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে এটি কাল্পনিক, যা সম্ভবত শহরের নামকরণের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁর প্রকৃত কীর্তি নিহিত রয়েছে চিকিৎসা ও নগর উন্নয়নে তাঁর অবদানের মধ্যে। এই কাহিনিটি প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের মানবিকীকরণে লোককথার শক্তিকে তুলে ধরে, যেখানে পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে ডাক্তার রায়ের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

2 July, 2026 • Thursday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
২ জুলাই ২০২৬
বৃহস্পতিবার

দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূলের কর্মিসম্মেলনের নানা মুহূর্ত

উত্তর ও দক্ষিণ কাঁধ মেলালে ছোট লালবাড়ি তৃণমূলেরই থাকবে : কুণাল

প্রতিবেদন : ২১ জুলাইয়ের শহিদ তর্পণকে সামনে রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। একাধিক জায়গায় চলছে প্রস্তুতি সভা। বুধবার দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূলের সাংগঠনিক সভা থেকে ছোট লালবাড়ি অর্থাৎ কলকাতা কর্পোরেশন তৃণমূলের কাছে ধরে রাখার বার্তা দিলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। রাজ্যসভাপতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বর্ষীয়ান বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব মহারাষ্ট্র নিবাসের উপচে পড়া হলে কুণাল ঘোষ কার্যত চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন, দক্ষিণ কলকাতা-উত্তর কলকাতার নেতা-কর্মীরা একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চললে আর সেইসঙ্গে বেইমানদের বিসর্জন দিলে আগামী দিনে ছোট লালবাড়ি তৃণমূল কংগ্রেসের হাতেই থাকবে। কুণালের সংযোজন, কে প্রার্থী বড় কথা নয়। অনেক নতুন মুখ আসতে পারে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নির্দেশ মেনে আমরা দলীয় প্রার্থীকে জেতাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আর যারা এই সেদিন পর্যন্ত নেত্রীর ছবি নিয়ে তাঁর করা জনসভায় ভিড় টেনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে জিতলেন, তারাই আজ নিজেদের অপকর্ম থেকে বাঁচতে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন! এই গদ্দার বেইমানদের কোনও ক্ষমা নেই। যারা নিজেদের স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে বেইমানি করতে পারে তারা সম্পত্তির লোভে নিজের মায়ের পিঠেও ছুরি মারতে পারে। এদের অবস্থা এখন 'বাঁচতে চাই তাই বিজেপি চাই'। আর আমরা বলছি 'বাঁচতে চাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই'। অনেকে পুলিশি হয়রানি থেকে বাঁচতেও ওদিকে গিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই মন থেকে যাননি। ধুইয়ে দিয়েছেন বেইমান তথাকথিত বিরোধী দলনেতাকেও।

রাজ্য
2 July, 2026 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পরিচয় গোপন করে তরুণীর সঙ্গে প্রেম-সহবাস। জানাজানি হতেই হাড়োয়ার সদরপুর গ্রামে আত্মঘাতী তরুণী। মৃতার নাম ইশিকা দাস (১৮)। অভিযুক্ত যুবকের নাম আসিক মণ্ডল

শালিমারে উচ্ছেদে ফুঁসছে মানুষ

সংবাদদাতা, হাওড়া : মঙ্গলবারের পর বুধবারও শালিমার স্টেশন সংলগ্ন নেপালিপাড়া এলাকায় রেলের বুলডোজার উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত। প্রশাসনের এই তুঘলকি কাজ-কর্মের ভয়ে আতঙ্কে এলাকার বহু বাসিন্দা স্বেচ্ছায় নিজেদের বাড়িঘর খালি করে দিয়েছেন। রেলের প্রবল আগ্রাসনের সামনে অসহায় মানুষগুলোর প্রতিবাদ কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে গেছে। এর জেরে প্রায় দেড় হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছেন। বাড়িঘর ভেঙে দেওয়ায় ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেকেই খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছেন। সব হারানো ওই মানুষগুলোর মাথা গোঁজার জায়গাও কেড়ে নিয়েছে নির্মম রেল কর্তৃপক্ষ। কোনওরকম পুনর্বাসন ছাড়াই ওই

এলাকায় প্রায় ৬০-৭০ বছর ধরে বসবাস করা মানুষগুলোর বাড়িঘর, দোকানপাট সবকিছু বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে রেল। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, সংশ্লিষ্ট জমিতে ভবিষ্যতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। সেই কারণে রেলের জমিতে গড়ে ওঠা বাড়িঘর ও অন্যান্য নির্মাণ ভেঙে ফেলা হচ্ছে। তবে পুনর্বাসনের বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষ কোনওরকম ভাবনাচিন্তাই করেনি বলে জানা গেছে।

এদিন রেল পুলিশ ও রেলের পদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পদস্থ আধিকারিকরাও উচ্ছেদ অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন। এদিকে রেল কোনও পুনর্বাসন না দিয়েই এতগুলি পরিবারকে একসঙ্গে উচ্ছেদ করে দেওয়ায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। বুলডোজার দিয়ে ঘরবাড়ি ও দোকান ভাঙার সময় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন গৃহহীনরা। পুনর্বাসন ছাড়া কাউকে উচ্ছেদ করা যাবে না বলেও তাঁরা দাবি করতে থাকেন। তাঁরা জানান, শালিমারের এই উচ্ছেদ নিয়ে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ রয়েছে। মঙ্গলবার তা নিয়ে আদালতে শুনানিও রয়েছে। কিন্তু সেই স্থগিতাদেশ অমান্য করেই এদিন রেল ও রাজ্য সরকারের তরফে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বাড়িঘর, দোকান বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। গরিবের পেটে লাথি মেরে বড়লোকদের সুবিধা পাইয়ে দিতেই রেলের এই নির্মম উচ্ছেদ অভিযান চলল।

নরেন্দ্রপুরে ছাত্রের মৃত্যুতে গাফিলতির অভিযোগ

প্রতিবেদন : নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ছাত্রমৃত্যুতে তুলকালাম! মিশনের গাফিলতিতে বিনা চিকিৎসাতেই দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র দীপ্তাংশু মাহাতোর অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল বুধবার। তদন্তের দাবিতে ফুলবাগান থানার দ্বারস্থ হয়েছে মৃত ছাত্রের পরিবার। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ ক্লাস শুরু হওয়ার আগে দীপ্তাংশু একটি ফ্লাস্ক থেকে সরাসরি গরম চা পান করেছিল। তারপর থেকেই তাঁর শরীর খারাপ করতে শুরু করে। কিন্তু কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে সকালের ক্লাসও করেছিল সে। তারপর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে তাঁকে মিশনেরই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বলা হয়, দীপ্তাংশুকে বাড়ি পাঠাতে হবে নাহলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এরপর সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ মিশনের তরফে ফোন করে তাঁর বাবাকে বলা হয়, ছেলে খুব অসুস্থ। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি চলে আসুন। দীপ্তাংশুর বাবা যতক্ষণ না নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পৌঁছন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ। দীপ্তাংশু কথা বলতে এবং খেতেও পারছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁকে ফেলে রাখা হয়েছিল মিশনেই। প্রশ্ন উঠছে, প্রতিষ্ঠানের নিজেদের গাড়ি থাকা সত্ত্বেও কেন দ্রুত ছাত্রটিকে নিয়ে যাওয়া হল না হাসপাতালে? শেষে মিশনের কোনওরকম সহযোগিতা না পেয়ে দুপুর দুটো নাগাদ সহপাঠীরাই ওই ছাত্রকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। সেইসময় আচমকাই দীপ্তাংশুর রক্তবমি এবং শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ছটফট করতে থাকে সে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর মৃত্যু হয় দীপ্তাংশুর। বিনা চিকিৎসায়, মিশনের গাফিলতিতে ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। আবার এই খবর যাতে বাইরে না বেরোয়, তা নিয়ে মিশনের কড়া নির্দেশ ছিল বলে অভিযোগ। মিশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

দেখিয়ে দিলেন মহুয়া

(প্রথম পাতার পর) স্পষ্ট নির্দেশ ছিল এই অসভ্যতা বন্ধ করতে হবে। তার পরেও পুলিশ নির্বিকার। পুলিশ আর বাহিনী দাঁড়িয়ে সেই নাটকে মদত দিল। লজ্জার বিষয়, একজন নির্বাচিত সাংসদ শিরদাঁড়া সোজা রেখে বিজেপির নোংরা রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। আর তাঁকে পুলিশের প্রশ্রয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে। সাংসদের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে? অভিষেক বলেন, যাঁরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছেন, তাঁরা জেনে রাখুন এই রাজনৈতিক ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেকটি ঘটনা মানুষের মনে দাগ কেটে যাচ্ছে, মনে থাকছে। রাজনৈতিক পরিবর্তন কিন্তু মানুষের ধারণার চেয়েও দ্রুত পরিবর্তিত হয়। বুধবার নদিয়ার কালীগঞ্জে বিধায়ক আলিফা আহমেদের বাড়িতে দলের কর্মিসভায় জেলা সভাপতি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বৈঠক চলাকালীনই পার্টি অফিসের বাইরে জাতীয় সড়কের উপর কালো পতাকা হাতে জড়ো হয় বিজেপি-আশ্রিত গুন্ডাবাহিনী। হাওয়া গরম করতে দেওয়া হয় 'গো ব্যাক' স্লোগান। এরপর ওই পার্টি অফিসের তিনতলার জানালায় মহুয়াকে দেখতে পেয়ে জাতীয় সড়ক থেকেই তাঁকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় একের পর এক ডিম এবং নোংরা। নিষ্ক্রিয় পুলিশের সামনেই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। সমস্ত অভিযোগ তুলে সমাজমাধ্যমে কয়েকটি ভিডিও শেয়ার করেন মহুয়া। ভিডিওতে মহুয়া বলেন, এই হচ্ছে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি! বিজেপির গুন্ডারা জমায়েত করে ঘেরাও করে রেখেছে। জানালা দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। আমার গাড়ির উপরও হামলা করেছে। কিন্তু এসব দেখেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। পুলিশ শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে! জমায়েতকে সরাতেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। এরা কোনও সাধারণ মানুষ নয়। সবাই বিজেপির নেতা-কর্মী। বিজেপির পতাকা নিয়ে অশান্তি পাকানোর জন্য জড়ো হয়েছে। মহিলারাও আছে। ভিডিওতে এদের মুখগুলো দেখে নিন। পুলিশ যেন পরে না বলে— কাউকে চিহ্নিত করা যায়নি!

সাংসদ মহুয়ার উপর এই হামলার তীব্র নিন্দা করেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অত্যন্ত আপত্তিজনক কাজকর্ম হয়েছে। মহুয়া ওখানে একটা বৈঠক করতে গিয়েছিলেন। সেখানে পুলিশের সামনেই বিজেপির দুষ্কৃতীরা বেআইনিভাবে জমায়েত করে ডিম ছোঁড়ে। পুলিশ কোনও ব্যবস্থাই নিল না! অত্যন্ত নিন্দনীয়। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই হাইকোর্ট কড়া ভাষায় জানিয়েছিল, সকলের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। সামাজিক সচেতনতা তৈরি করতে হবে। এই নির্দেশের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আরও এক তৃণমূল সাংসদকে লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়ার ঘটনা ঘটল। এখনও চুপ থাকবে রাজ্যের পুলিশ?

আদালতে অপরূপা

প্রতিবেদন : দু'বছর আগে রামনবমীর মিছিলে হামলার অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের স্বামী তথা প্রাক্তন কাউন্সিলর সাকির আলিকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। বুধবার তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে ২ দিনের এনআইএ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। এদিকে, স্বামীর গ্রেফতারির সময় পুলিশকে হেনস্থার অভিযোগ তুলে এফআইআর করে প্রাক্তন সাংসদ অপরূপা পোদ্দারকে এদিন বেলা ১২টা নাগাদ শ্রীরামপুর থানায় ডেকে পাঠানো হয়। যদিও থানায় না গিয়ে এদিন কলকাতায় এসে স্বামীর জন্য ব্যাঙ্কশাল আদালতের এজলাসে উপস্থিত ছিলেন অপরূপা।

চক্ষু পরীক্ষা শিবির

সংবাদদাতা, হাওড়া : বেলুড়ের প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও শিশু জ্যোতি চাইল্ড অ্যান্ড আই কেয়ার সেন্টারের সহযোগিতায় আয়োজিত হল বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি অপারেশন শিবির। চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে, এদিনের শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় বেলুড় স্টেশন রোডে ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়ের চেম্বারে। সকাল থেকেই চোখ পরীক্ষা করাতে ও ছানি অপারেশনের জন্য ভিড় জমান অসংখ্য মানুষ।

পিছিয়ে গেল নির্বাচন

প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি বা পিএসি-সহ একাধিক হাউস কমিটির নির্বাচন আপাতত স্থগিত করা হল। আগে ৫ জুলাই ভোট হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিধানসভা সূত্রে খবর, কোনও কমিটিতে মনোনয়নের সংখ্যা নির্ধারিত সদস্য সংখ্যা ছাড়িয়ে গেলে ২১ জুলাই নির্বাচন হতে পারে। বিধানসভায় মোট ১১টি স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং ২০টি হাউস কমিটি রয়েছে। তার মধ্যে পিএসি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কমিটি। এই কমিটিতে চেয়ারম্যান-সহ সর্বাধিক ২০ জন সদস্য থাকতে পারেন। সদস্য সংখ্যার তুলনায় বেশি মনোনয়ন জমা পড়লে তবেই ভোটাভুটির প্রয়োজন হয়। বিধানসভার সাম্প্রতিক ইতিহাসে পিএসি গঠনের জন্য ভোটাভুটির নজির নেই। প্রথাগতভাবে পিএসির চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয় বিরোধী দলের মনোনয়নের ভিত্তিতে। তবে ভোটাভুটি হলে কী হবে সেটাই প্রশ্ন।

মাথা তুলেই লড়াই চলবে

(প্রথম পাতার পর) তাদের কোনও ক্ষমা নেই। ওরা নিজেদের অপরাধ ও সম্পত্তি বাঁচাতে বিজেপির হাত ধরেছে। আমাদের দলের বহু নেতা-নেত্রী গ্রেফতার হয়েছেন, আমি তাঁদের স্যালুট জানাই। তাঁরা বিজেপির হাতে নিজেদের বিকিয়ে দেননি। মেরুদণ্ড সোজা রেখে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা আগেও এরকম লড়াই লড়েছি। সামনে আবারও লড়াই আসছে— সে লড়াই লড়ব। তৃণমূল কংগ্রেস ছিল-আছে-থাকবে। ওরা আমাদের পার্টির ফান্ড নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সবকিছু কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু মনে রাখবেন আপনারা মানে কর্মীরাই আমাদের সম্পদ। আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াব। নতুন করে তৈরি করে নেব। ওরা বিজেপির হাতে নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে আমাদের প্রত্যাঘাত করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযোজন, আইনে এখনও আমাদের ভরসা রয়েছে। কর্মীদের বলব আপনারা নিজেদের এলাকায় থাকুন। নিজেরা কমিটি করে নিন। মানুষের দরজায় দরজায় যান। তাঁদের সঙ্গে কথা বলুন। এসআইআরে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিয়েছে। একুশে জুলাই হবেই। আপনারা— কর্মীর একত্রিত থাকুন, জোট বেঁধে থাকুন। মনে রাখবেন কংগ্রেস একা ক্ষমতায় আসতে পারবে না। বাইশটি দলের জোট রয়েছে। আমাদের লড়াই করে এগিয়ে যেতে হবে।

এদিন বাকিরাও কর্মীদের চাঙ্গা করতে বক্তব্য পেশ করেন। বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ সামনে রেখে নিজেদের ইমেজ বিল্ডিং করে জনসভায় ভিড় বাড়ানো, তাঁর দেওয়া টিকিটে জিতে এখন তাঁর সঙ্গে বেইমানি করা! পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে এবং নিজেদের অপরাধ লুকোতে এখন বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বেইমানেরা। কিন্তু আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলাম আছি থাকব। একুশে জুলাই যেভাবে হত সেই ভাবেই হবে। আইন মেনেই হবে। কিন্তু ওদের চাপিয়ে দেওয়া পদ্ধতিতে আমরা একুশে জুলাই করব না। একই সঙ্গে কুণালের বার্তা— দক্ষিণ কলকাতা, উত্তর কলকাতার সমস্ত দলীয় সতীর্থ কর্মীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে লড়াই করলে, বেইমানদের বিসর্জন দিয়ে লড়াই করলে আগামী দিনে ছোট লালবাড়ি অর্থাৎ কলকাতা কর্পোরেশন তৃণমূল কংগ্রেসের হাতেই থাকবে এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারি। নতুন মুখ সামনে আসবে। কে প্রার্থী হল বড় কথা নয়, কিন্তু যে-ই হোক না কেন তার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা থাকব, জিতিয়ে আনব— এটাই আমাদের অঙ্গীকার।

প্রহসনে কটাক্ষ কুণালের

(প্রথম পাতার পর) জিজ্ঞাসাবাদের পর বেরিয়ে কুণাল বলেন— গোটা রাজ্য জুড়ে যে পুলিশরাজ চলছে এটা তারই নমুনা। আমরা সভার জন্য নিয়ম মেনে অনুমতি চেয়ে পুলিশকে চিঠি দিয়েছিলাম। তার পরই আমরা প্রস্তুতির জন্য ধর্মতলায় যাই। যেদিন গিয়েছিলাম, তখন পুলিশ আমাদের সভার জন্য হ্যাঁ-ও বলেনি, না-ও বলেনি। আমরা কয়েকজন মিলে ওখানে যাই, দিনটা ছিল রবিবার। দুপুরবেলা। তখন ফাঁকা ছিল এলাকা। আমরা কোনও সভা করতে যাইনি। রাস্তা আটকে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিও করিনি। রাস্তা অবরোধও করিনি। আমরা শুধু মাপজোক করে চলে আসি। এটা কি অপরাধ? গোটা ঘটনায় বোঝাই যাচ্ছে ওরা আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভয় পাচ্ছে। তাই এরকম করছে।

কুণাল আরও বলেন, আমার প্রশ্ন, তৃণমূল তো অনেকদিন ধরে ওই জায়গায় একুশে জুলাই শহিদ তর্পণ করে আসছে। আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও তো অতীতে বহুবার ওইখানে তৃণমূলের সভায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে বক্তব্য রেখেছেন, সেটা কি তিনি ভুলে গেলেন? কুণাল বলেন, আমার পুলিশের ওপর কোনও রাগ নেই। ওনাদের ওপর এমন নির্দেশ আসায় বাধ্য হয়ে তাঁদের এটা করতে হয়েছে, এর জন্য পুলিশকর্মীরা পর্যন্ত লজ্জিত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কালিয়াচকে পুলিশের জালে ধরা পড়ল এক যুবক। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ গুলি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে

আমার বাংলা

2 July, 2026 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
২ জুলাই ২০২৬
বৃহস্পতিবার

চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে প্রৌঢ়ের মৃত্যু

সংবাদদাতা, মালদহ : চোর সন্দেহে গণপিটুনি প্রৌঢ়কে! গুরুতর জখম হয়ে মৃত্যু। মর্মান্তিক ঘটনা মালদহের চাঁচলের। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে বেড়েছে ক্ষোভ। ঠিক কী ঘটেছিল? চাঁচল থানার জালালপুর এলাকায় চোর সন্দেহে এক প্রৌঢ়কে ইলেকট্রিক পোলে বেঁধে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এনামুল হক (৫৫) নামে ওই প্রৌঢ়ের। মঙ্গলবার রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ি থেকে বের হন এনামুল হক। কিছুক্ষণ পর পরিবারের সদস্যরা খবর পান, বাড়ি থেকে প্রায় একশো মিটার দূরে একটি ইলেকট্রিক পোলে তাঁকে বেঁধে কয়েকজন মারধর করছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাঁচল থানার পুলিশ। গুরুতর আহত অবস্থায় এনামুলকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। পরিবারের দাবি, চোর সন্দেহে গণপিটুনির জেরেই মৃত্যু হয়েছে এনামুলের। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ নুরুল ইসলাম এবং নাসিম আখতার নামে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ছাত্রের মৃত্যু

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহার শহরের বকশিবাড়ি এলাকায় নবম শ্রেণির এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মৃতের নাম স্বর্ণাব রায় (১৪)। তিনি স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। মঙ্গলবার রাতে পরিবারের সকলের সঙ্গে রাতের খাবার খাওয়ার পর স্বর্ণাব নিজের ঘরে চলে যায়। পরে দীর্ঘক্ষণ দরজা না খোলায় পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। বারবার ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না মেলায় দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। তৎক্ষণাৎ তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে এবং পরে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

উত্তর থেকে দক্ষিণের একাধিক স্কুলে দেখা দিয়েছে সমস্যা

খাবার পাচ্ছে না সব পড়ুয়া, মিড ডে মিলে গরমিল, অভিভাবকদের বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, মালদহ : কোথাও মিড ডে মিলের চালের ওজনে দুর্নীতি, কোথাও আবার খাবার পাচ্ছে না সব পড়ুয়া। ভোট লুট করে বিজেপি সরকার গঠন করতেই রাজ্যের স্কুলগুলিতে মিডডে মিল নিয়ে উঠে আসছে ভুরি ভুরি অভিযোগ। দক্ষিণবঙ্গের হাবরার সোনাকানিয়া গ্রামের নবপল্লি বিদ্যাবীথি হাইস্কুলের পর এবার বড় গরমিলের ঘটনা উঠে এল মালদহে। বুধবার মিডডে মিলের খাবার বণ্টনে অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মালদহ শহরের মালদহ গার্লস জুনিয়র বেসিক স্কুলে। অভিযোগ, নিয়মিতভাবে সমস্ত পড়ুয়া মিডডে মিলের খাবার পাচ্ছে না। বিশেষ করে ডিম দেওয়ার দিন বহু ছাত্রছাত্রী ডিম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে দাবি অভিভাবকদের। অভিযোগ উঠেছে,খাবার কম পড়লে রান্নার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা জানিয়ে দেন যে খাবার শেষ হয়ে গিয়েছে। শুধু অভিভাবকরাই নন, স্কুলের কয়েকজন শিক্ষিকাও মিডডে মিলের হিসাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের দাবি, মিড ডে মিল সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব প্রধান শিক্ষিকার হাতে এবং প্রতিদিনের হিসাবের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির বিস্তর ফারাক রয়েছে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে মালদহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসনিক আধিকারিকরা স্কুলে গিয়ে তদন্ত চালিয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করেছেন বলে জানা গেছে।

সরকার ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলনের ডাক অভিভাবকদের।

তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। তাঁর দাবি, মিডডে মিলের বণ্টনে কোনও অনিয়ম হয়নি এবং তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বদনাম করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, একেই বেসরকারি সংস্থাকে মিডডে মিলের দায়িত্ব দেওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মধ্যে। সে নিয়ে চলছে বিক্ষোভ। তারই মাঝে সঠিকভাবে খাবার বণ্টন হচ্ছে না, দুর্নীতির অভিযোগে জেরবার অবস্থা।

রাস্তার দখল নিয়েছে গরু, প্রশাসন নীরব দর্শক, ক্ষোভ বালুরঘাটবাসীর

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : হাইওয়ে থেকে এলাকার বড় রাস্তা যেখানেই চোখ পড়ছে রাস্তা ঘিরে বসে রয়েছে গরুর পাল। একদিন, দু'দিন নয়। দিনের পর দিন। গাড়ি হর্ন বাজালেও গরুর নড়চড় নেই। এই কারণে মহাসমস্যায় পড়েছেন বালুরঘাটের বাসিন্দারা। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। কিন্তু নেওয়া হয়নি কোনও ব্যবস্থা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাতে বেশি অসুবিধা হচ্ছে। ঘটছে দুর্ঘটনা। কিন্তু প্রশাসন দর্শক। বালুরঘাট শহরের বাস স্ট্যান্ড থেকে বড় বাজার সংলগ্ন রাস্তা অথবা রঘুনাথপুর মোড় থেকে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে ব্যাস্ততম রাস্তায় সর্বত্রই বিচরণ করে গরু, ছাগল, ষাঁড়, সারমেয়। রাস্তার মধ্যেখানে শুয়ে বা বসে থাকে এই সকল গবাদি পশু।

এভাবেই রাস্তা আটকে রাখছে গরুর পাল।

ফলে রাস্তাঘাট দিয়ে চলাচল করতে যেমন সমস্যায় পড়ে সাধারণ মানুষ তেমনি নানান সময় ঘটছে নানান দুর্ঘটনা। এমনকী ষাঁড় ও গরুর আক্রমণে শহরে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এর আগে। বছরখানেক আগে রাস্তার গবাদি ধরে খোয়াড়ে দিয়েছিল পৌর প্রশাসন। কিন্তু এর পরে ও সচেতন হয়নি পশু পালনকারীরা। বালুরঘাটের এক নাগরিক অপূর্ব মন্ডল জানান, বালুরঘাটের ব্যস্ততম সড়কের মাঝেই ষাঁড় বা গরু শুয়ে বসে থাকে। জনসাধারণের চলাচলের সমস্যা হয় কিন্তু প্রশাসনের সেরকম নজরদারি দেখা যায়নি। আমরা চাই প্রশাসন নিজেদের একটি খোয়াড় তৈরি করে সেখানে গবাদি পশুগুলোকে আটকে রাখুক অথবা এই গবাদি পশু পালনকারীদের সচেতন করুক।

দীর্ঘদিন সংগ্রহ হয়নি আর্বজনা আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : দীর্ঘদিন ধরে একই জায়গায় পড়ে রয়েছে আবর্জনা। নির্দিষ্ট দফতরে জানানোর পরেও হয়নি লাভ। অথচ বর্ষার বৃষ্টির জল পড়ে ওই স্তূপ থেকে আরও নোংরা জল ঢুকেছে এলাকায়। প্রচুর মশা জন্মেছে। এলাকায় ডেঙ্গির আতঙ্ক বেড়েছে। এই আবহে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু নিয়ে প্রশাসনের তৎপরতা দেখা দিয়েছে। প্রায় দুমাস ধরে বন্ধ প্রকল্পটি পুনরায় চালু করতে বুধবার ময়নাগুড়ির, বিডিও সৌমেন দাস, ধূপগুড়ির এসডিপিও অরিন্দম পাল চৌধুরী ও বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। তখনই প্রশাসনিক আধিকারিকদের দেখামাত্রই এলাকাবাসী জাতীয় পতাকা ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার চেষ্টা সত্ত্বেও বাসিন্দাদের অনড় অবস্থানের কারণে প্রশাসনিক কর্তারা সমাধানসূত্র ছাড়াই ফিরে আসতে বাধ্য হন। প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে ছয় মাসের জন্য খোলার প্রস্তাব দেওয়া হলেও জনগণ তাতে রাজি হননি।

প্লাকার্ড হাতে নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের।

চা-বাগানে চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার, মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা

প্রতিবেদন : চা-বাগানে প্রতিদিনের মতো কাজ করতে এসে চমকে ওঠেন শ্রমিকরা। তাঁদের নজরে পড়ে শুয়ে রয়েছে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ! সাহস করে একটু কাছে যেতেই তাঁরা বোঝেন চিতাবাঘটি মৃত। মুখে বিভিন্ন অংশে কেটে গিয়েছে। শুকনো রক্ত দেখা যাচ্ছে। আলিপুরদুয়ারের তাসাট্টি চা বাগানের ৬ নম্বর সেকশনের ঘটনা। তাঁরা তড়িঘড়ি খবর দেন বনদফতরে। বেশ কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে পৌঁছন বনকর্মীরা। তাঁরা দেহটিকে উদ্ধার করে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রাথমিক অনুমান, সঙ্গিনীর লড়াইয়ে মৃত্যু হতে পারে। তবে চোরাশিকারির আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়েছে। তবে চা বাগানের এক মহিলা শ্রমিক জানান, চা বাগানে চিতাবাঘ শুয়ে আছে, এই খবর শুনে দৌড়ে পালাই। পরে সকলে মিলে গিয়ে

দেখি, চিতাবাঘটি মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এদিকে, চিতাবাঘের দেহের পাশে আধখাওয়া একটি ছাগলের মৃতদেহও পাওয়া যায়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই চা বাগানে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর চা বাগান কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়দের তরফে বন দপ্তরের দলগাঁও স্কোয়াড রেঞ্জে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বনকর্মীরা এসে চিতাবাঘের মৃতদেহটি নিয়ে যান। বন দফতরের স্কোয়াড রেঞ্জ অফিসার অসীম ছেত্রী বলেছেন, উদ্ধার হওয়া চিতাবাঘের দেহ ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সোমবার গভীর রাতে তাসাট্টি চা বাগানে চিতাবাঘের লড়াইয়ের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। অনেকে দুটি চিতাবাঘের গর্জনও শুনতে পান। স্থানীয়দের অনুমান, বর্ষায় চা বাগানে খাদ্যসংকট দেখা দেয়।

আমার বাংলা
2 July, 2026 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সবে দু'মাস ক্ষমতায়! এরই মধ্যে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট, ভাঙচুর বিধায়ক কার্যালয়

প্রতিবেদন : বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার দু'মাসও কাটেনি। এরই মধ্যে দলের আদি ও নব্য গোষ্ঠীর কোন্দল প্রকাশ্যে এল। মঙ্গলবার রাতে বিজেপির তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পূর্ব বর্ধমানের মেমারি। হামলার হাত থেকে রেহাই পেল না মেমারির ডিভিসি পাড়ায় খোদ বিজেপি বিধায়ক মানব গুহর কার্যালয়। ওই কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল দলের অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। জামালপুরের পর এবার মেমারিতেও বিজেপির এই গৃহযুদ্ধে তীব্র অস্বস্তিতে পড়েছেন দলের নেতৃত্ব। মঙ্গলবার রাতের এই হামলার পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ছুটতে হল মেমারি থানার পুলিশকেও। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ বিজেপি কর্মী সুনীল মণ্ডল সরাসরি দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে দাবি করেন, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে মেমারিতে দাঁড়িয়ে হারা বিজেপি নেতা ভীষ্মদেব ভট্টাচার্যের অনুগামীরাই এই হামলা চালিয়েছে। দলের বর্তমান বিধায়ক কার্যালয়ের একাধিক আসবাবপত্র ভাঙচুরের পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফাইল লোপাট করে দেওয়ারও অভিযোগ ওঠে হামলাকারী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই যে এই হামলা, তা সরাসরি স্বীকার করে নেন বিধায়ক মানব গুহও। তবে তিনি বলেন, দলের উচ্চ নেতৃত্ব সব নজর রাখছেন। এই ঘটনার জন্য তাঁরাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। অন্যদিকে ভাঙচুরের অভিযোগ অস্বীকার করে দলের পুরনো কর্মী কালি দাসের পাল্টা অভিযোগ, বিধায়কের অনুগামীরাই তাঁদের ওপর চড়াও হয়েছে। আমরা বিধায়কের সঙ্গে কথা বলতে যেতেই তাঁর অনুগামীরা আমাদের ওপর চড়াও হয়, আমার জামা ছিঁড়ে দেয়। দলের জন্য জেল খেটেও আজ আমায় হেনস্থা হতে হল। বিজেপি নেতা ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য বলেন, ঠিক কী ঘটেছে জানি না। তবে কেউ যদি কার্যালয়ে হামলা করে থাকে, তবে ঠিক হয়নি। দলের সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে মেটানো উচিত। বিজেপির এই কোন্দল নিয়ে কটাক্ষ করে তৃণমূল নেতা দেবু টুডু বলেন, এ তো সবে শুরু। আগামী দিনে রাজ্যবাসী অনেক কিছু দেখতে পাবেন। ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় বিধায়ক গোষ্ঠীর তরফে ১২ জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েচে মেমারি থানার। তার ভিত্তিতে পুলিশ বিজেপি নেতা সুজন সর্দার, গোবিন্দ ঘোষ এবং অসীম কোলেকে গ্রেফতার করেছে। বুধবার তিনজনকে বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। সুজন সর্দার সংবাদ মাধ্যমকে জানান, মেমারিতে বিধায়ক তোলাবাজি করছেন। ফিরে এসে প্রতিটা হিসাব বুঝে নেব।

পরিদর্শনে এসে ভাঙচুরের নজির দেখে গেল পুলিশ।

মেমারির ঘটনায় বিধায়ক-বিরোধী গোষ্ঠীর তিনজন নেতা গ্রেফতার

গান্ধীমূর্তির মুখে কালো কাপড়, অপরাধীদের খুঁজছে কাটোয়া পুলিশ

প্রতিবেদন : রাতের অন্ধকারে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির মুখ ও হাত কালো কাপড়ে ঢেকে দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় কাটোয়ায়। বুধবার সকালে কাটোয়ার স্টেশন বাজার চৌরাস্তায় গান্ধীর পূর্ণাবয়ব মূর্তির মুখ ও হাত কালো কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। ঘটনাটি নজরে আসতেই মূর্তির সামনে ভিড় জমান অনেকে। ঘটনায় নিন্দার ঝড় ওঠে। স্থানীরা বলেন, অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজ। দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা। তাঁদের কথায়, গান্ধীমূর্তির কাছেই পুলিশের সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। ফুটেজ দেখলেই অভিযুক্তদের শনাক্ত সম্ভব। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাটোয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত শুরু করেছে।

৩৩টি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার, ধৃত ২

সংবাদদাতা, লালগোলা : লালগোলা থানা এলাকার শব্দলপুর গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ তাজা সকেট বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে লালগোলা থানার একটি দল অভিযান চালায়। মোট ৩৩টি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার করা হয়। ভগবানগোলার এসডিপিও বিমান হালদার ও লালগোলা থানার ওসি অমিত ভকতের উপস্থিতিতে বম্ব স্কোয়াডের সদস্যরা উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করেন। নিরাপত্তার স্বার্থে নিকটবর্তী একটি ভুট্টাখেতে বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করা হয়। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে অনিকুল ইসলাম ও শেখ সাদি আলমকে। বাড়ি শব্দলপুর গ্রামেই। বুধবার ধৃতদের আদালতে পেশ করলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজত হয়। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, খতিয়ে দেখার পাশাপাশি এলাকায় তল্লাশি ও নজরদারি অব্যাহত রেখেছে লালগোলা থানার পুলিশ।

গাছ কাটায় ধৃত ৫

সংবাদদাতা , সামশেরগঞ্জ : চস্কাপুর এলাকার ফিডার ক্যানেলের ধার থেকে অবৈধভাবে গাছ কেটে গ্রেফতার ৫। দীর্ঘদিন পুলিশের চোখ এড়িয়ে মূল্যবান গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ক্যানেলের ধার থেকেই অভিযুক্তদের হাতেনাতে ধরে ফেলে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির কাটা গাছের গুঁড়ি ও কাঠ বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেগুলি অন্যত্র পাচারের উদ্দেশ্য ছিল। ধৃত বাহারুল শেখ, ফিরোজ শেখ, আজফারুল শেখ, ইশা শেখ এবং ওয়াসিম শেখের বাড়ি সামশেরগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে। বুধবার ধৃতদের জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

অমানবিক রেলের ট্রেনে হকারি বন্ধের নির্দেশে আন্দোলনের প্রস্তুতি ইউনিয়নের

প্রতিবেদন : বুধবার থেকে রেলের তরফে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ট্রেনের কামরায় হকারি। এই সিদ্ধান্তে রামপুরহাটের বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রায় ৭০০ হকার ও তাঁদের পরিবার পড়েছে চরম সংকটে। ১ জুলাই থেকে এই নোটিশ কার্যকর হওয়ার কথা। কিন্তু তার আগেই আরপিএফ কড়াকড়ি ও জরিমানা শুরু করে বলে অভিযোগ। ক্ষুব্ধ হকাররা পুনর্বসিন বা বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থার দাবি তুলেছেন। রেলের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামতে চলেছে হকারদের বিভিন্ন ইউনিয়ন। আরপিএফের রামপুরহাটের ইন্সপেক্টর রণবীর কুমার বলেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে হকারদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। জরিমানার পাশাপাশি কেসও রুজু করা হচ্ছে। রামপুরহাট জংশনে বিভিন্ন ইউনিয়ন মিলিয়ে প্রায় ৭০০ হকার রয়েছেন। কেউ চা, কেউ ঝালমুড়ি, ঘুগনি ইত্যাদি নানা খাবার বিক্রি করেন। বছরের পর বছর এই পেশায় যুক্ত। বর্তমানে আরপিএফ হকারদের স্টেশনে ঢুকতে দিচ্ছে না। কেউ লুকিয়ে ঢুকলে মোটা টাকা জরিমানা করা হচ্ছে। বহু বছর ট্রেনে ঘুগনি বিক্রি করা রামপুরহাটের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিজয় রায়ের কথায়, গত শুক্রবার আরপিএফ ধরে দু'হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে ছেড়েছে। তারপর থেকে আপাতত হকারি বন্ধ। বাড়িতে স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়ে রয়েছে। আয় বন্ধ হলে সংসার, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা কীভাবে চালাব, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। তবে কড়াকড়ি সত্ত্বেও কেউ কেউ ঝুঁকি নিয়ে একবেলা হকারি চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে হকারি করতে গিয়ে দুবার ধরা পড়লে জরিমানা দিয়ে পার পাওয়া গেলেও তৃতীয়বার ধরা পড়লেই সরাসরি গ্রেফতার ও এক বছরের জেলের বিধান রয়েছে। হঠাৎ এই নির্দেশে সকলেই দিশেহারা। রেলের এহেন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ও পুনর্বাসনের দাবিতে খুব তাড়াতাড়ি বড় আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি চলছে।

রামপুরহাট

১০ দফা দাবিতে আইসিডিএস কর্মীদের বিক্ষোভ, স্মারকলিপি

সংবাদদাতা, হরিহরপাড়া : হরিহরপাড়ায় ১০ দফা দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলনে নামলেন আইসিডিএস কর্মীরা। বুধবার আইসিডিএস অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর সিডিপিও-র কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। কর্মীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যা ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকারা। তাই অবিলম্বে তাঁদের স্থায়ীকরণ, ম্যাচুরিটি সুবিধা প্রদান, পুরনো ফর্ম নতুনভাবে চালু, প্রতিটি কেন্দ্রে পানীয় জল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা, কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য রাস্তা নির্মাণ, শূন্যপদে কর্মী ও সহায়িকা নিয়োগ, বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী ডিমের জন্য ৮ টাকা বরাদ্দ এবং প্রতিটি কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মতো একাধিক দাবি বাস্তবায়নের দাবি তাদের। ১০ দফা দাবি দ্রুত পূরণের দাবিতে সিডিপিও-র হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন আইসিডিএস কর্মীরা।

মুখোমুখি বাস-ডাম্পার, জখম ১৫

প্রতিবেদন : ফরাক্কা-হলদিয়া বাদশাহি সড়কের বড়ঞা থানার আখেরি দিঘির কাছে যাত্রীবাহী বাস ও বালি বোঝাই এক ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে বুধবার সকালে। এই ঘটনায় জখম অন্তত ১৫ জন। প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, দুটি গাড়িই দ্রুতগতিতে আসছিল। বালি বোঝাই ডাম্পারটি খড়গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। উল্টোদিকে যাত্রিবাহী বাসটি বুধিগ্রাম থেকে কান্দির দিকে আসছিল। বাঁক ঘোরার সময় মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে বাস ও ডাম্পারটির। স্থানীয়রা খবর দিলে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে বড়ঞা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। বাস ও ডাম্পারটিকে আটক করা হয়। রাজ্য সড়ক কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ থাকে।

পোড়া তুষের ধান কুড়িয়ে চলছে সংসার, সংকটে পুরস্কৃত নাচনি

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : একসময় সরকারি মঞ্চে ঝুমুর ও নাচনি নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন। আজ সেই শিল্পীর জীবন কাটছে চরম আর্থিক অনটনে। শিল্পী ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাশের ধান মিলের ফেলে দেওয়া পোড়া তুষের গাদা থেকে বেঁচে যাওয়া ধান কুড়িয়ে চাল তৈরি করে কোনওরকমে সংসার চালাতে হচ্ছে রাজ্য সরকারের লালন পুরস্কারপ্রাপ্ত নাচনি শিল্পী পস্তুবালা দেবী এবং প্রবীণ ঝুমুরশিল্পী যশোদা মাহাত ও লক্ষ্মণ মাহাতকে। পুরুলিয়া শহর সংলগ্ন সুরুলিয়া মিনি চিড়িয়াখানার পাশে নাচনি পুনর্বাসন কেন্দ্রে থাকেন এই তিন শিল্পী। তাঁদের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকপ্রসার প্রকল্পের অধীনে মাসে এক হাজার টাকা শিল্পী ভাতা পেতেন। গত তিন মাস সেই ভাতা বন্ধ থাকায় চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন তাঁরা। যশোদা মাহাত বলেন, ধান মিল থেকে ফেলে দেওয়া তুষের মধ্যে থাকা ধান কুড়িয়ে এনে চাল বানিয়ে দিন কাটছে। আমাদের সবার বয়স হয়েছে। এখন আর কাজ করার শক্তি নেই। ওই ভাতাটাই আমাদের ভরসা ছিল। লালন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী পস্তুবালা দেবী বলেন, আমিও তিন মাস ধরে শিল্পী ভাতা পাইনি। সরকারি অনুষ্ঠানে নাচ করেছি, সেই পারিশ্রমিকও এখনও পাইনি। শুগারের জন্য রুটি খেতে হয়, আটা কেনার টাকা নেই। তাই বারবার ব্যাংকে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছি, কিন্তু এখনও টাকা আসেনি। সরকার দ্রুত ভাতাটা দিলে খুব উপকার হয়। এই বিষয়ে জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, কোনও প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়নি। কিছু ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছে। সম্পূর্ণ হলেই শিল্পী ভাতার টাকা অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া শিল্পীদের পারিশ্রমিকও খুব শিগগিরই মিটিয়ে দেওয়া হবে। একসময় যাঁদের শিল্পে মুখরিত হত মঞ্চ, আজ তাঁদেরই জীবনযুদ্ধের ছবি সমাজের সামনে এক কঠিন বাস্তব তুলে ধরছে।

বন্ধ শিল্পীভাতা

পস্তুবালা দেবী

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজস্থানের দৌসায় দূরপাল্লার যাত্রীবোঝাই এসি স্লিপার বাসের সঙ্গে ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে আগুনে ঝলসে মৃত্যু হল কমপক্ষে ৭ বাসযাত্রীর। গুরুতর জখম হয়েছেন অন্তত ২২ জন। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা

দিল্লি দরবার

৯
২ জুলাই ২০২৬
বৃহস্পতিবার

উধাও মৃতদেহের অঙ্গপ্রতঙ্গ

ভেনেজুয়েলায় জাহাজে রহস্যমৃত্যু ভারতীয় নাবিকের

লখনউ: ভেনেজুয়েলায় রহস্যজনকভাবে মৃত নাবিকের দেহ থেকে অদ্ভুতভাবে খোয়া গেল প্রায় প্রতিটি অভ্যন্তরীণ অঙ্গ। মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, লিভার, কিডনি, প্লীহা, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলী অন্ত্র— কিছুই নেই মৃতদেহের ভেতরে! ৩৩ বছর বয়সের মৃত নাবিকের নাম রাকেশ চৌহান। বাড়ি উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জেলায়। ২০২৫ সালের নভেম্বরে ভেনেজুয়েলায় গিয়েছিলেন একটি মার্চেন্ট নেভি জাহাজের ক্রু হিসেবে। গত মে মাসে জাহাজের সংস্থার পক্ষ থেকে রাকেশের পরিবারকে ফোনে জানানো হয় তাঁর মৃত্যুসংবাদ। কিন্তু কীভাবে এল সেই মৃত্যু তা নিয়ে তৈরি হয় গভীর রহস্য। দুবার দুরকম কথা বলা হয় ওই সংস্থার পক্ষ থেকে। প্রথমে জানানো হয়, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে রাকেশের। কিন্তু পরে বদলে ফেলা হয় সেই বয়ান। জাহাজ কোম্পানির পক্ষ থেকে বলা হয়, জাহাজে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হয়ে মৃত্যু হয়েছে রাকেশের। পরিবারের প্রশ্ন, মৃত্যুর আসল কারণটা তা হলে কী? কেন দুবার দুরকম কথা বলা হচ্ছে? তা হলে কি কিছু গোপন করার চেষ্টা করছে জাহাজ কোম্পানি? দাবি উঠেছে তদন্তের। পরিবারের সন্দেহটা আরও গভীর হয় রাকেশের মৃতদেহ দেরি করে দেশে ফেরানোয়। পরিজনদের অভিযোগ, কোম্পানি আশ্বাস দিয়েছিল, দেহ দ্রুত ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু কথা রাখেনি তারা। প্রায় একমাস পরে ৪ জুন ভারতে পৌঁছায় মরদেহ। সেই দেহ দেখে তখনই সন্দেহ হয় বাড়ির লোকজনের। আবার ময়নাতদন্তের দাবি জানান তাঁরা। প্রশাসনের নির্দেশে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করার সময়ই ধরা পড়ে, মৃতদেহের মধ্যে অনুপস্থিত মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ অঙ্গ। জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা এবং ফেডারেশন অফ সিফেয়ারার্স ইউনিয়ন্স অফ ইন্ডিয়া। অথচ মৃতদেহে যে আগেও কাটাছেঁড়া এবং দীর্ঘ সেলাই হয়েছে, সেই চিহ্ন স্পষ্ট। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না থাকায়, মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেননি চিকিৎসকেরা।

জামিন দিল না গুজরাত হাইকোর্ট

আমেদাবাদ: গোহত্যা এবং মাংস পাচারের অভিযোগে ধৃত এক ব্যক্তির জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল গুজরাত হাইকোর্ট। আদালতের যুক্তি, এই ঘটনা জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে। বিঘ্নিত করতে পারে আইনশৃঙ্খলাও। গরু হিন্দু এবং জৈনদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র।

হাইকোর্ট উল্লেখ করেছে, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অতীতে আটটিরও বেশি একই ধরনের অভিযোগ রয়েছে। এবং জামিন পাওয়ার পরে বারবার একই অপরাধ করেছেন তিনি। লক্ষণীয়, গোধরায় অভিযুক্তের বাড়ি থেকে ২৩ কেজি মাংস উদ্ধারের পরে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ২০২৫-এ গোধরা থানায় এই নিয়ে একটি মামলা দায়ের হয়। ৩ জানুয়ারি থেকেই বিচারবিভাগীয় হেফাজতে অর্থাৎ কারাগারে বন্দি অভিযুক্ত।

বিজয়ের সরকার ফেলার চক্রান্ত

চেন্নাই: তামিলনাড়ুতে থালাপতি বিজয়ের সরকার ফেলার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। বিধায়ক কেনাবেচার জন্য ৩৫ কোটি টাকা পর্যন্ত নাকি এক একজনের দাম উঠেছে। এই চক্রান্তে যুক্ত থাকার অভিযোগে তিন জনকে গ্রেফতার করেছে তামিলনাড়ু পুলিশ। বিজয়ের টিভিকে দলের এলাইয়া রাজা নামে এক বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। প্রথমে গ্রেফতার করা হয় একটি পরামর্শদাতা সংস্থার এক পদস্থ আধিকারিককে। তারপরে তদন্তের সূত্র ধরে গ্রেফতার করা হয় আরও ২ জনকে।

পক্ষপাতদুষ্ট রিপোর্ট তদন্তকারী অফিসারের?

নাগরিকত্বের ১৫ নথি পেশ সত্ত্বেও ভারতীয় দিনমজুরকে বিদেশি তকমা

গুয়াহাটি: অবাক কাণ্ড! নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে একটি বা দুটি নয়, সবমিলিয়ে মোট ১৫টি নথি পেশ করা সত্ত্বেও এক দিনমজুরকে 'বিদেশি' ঘোষণা করল ট্রাইব্যুনাল এবং গুয়াহাটি হাইকোর্ট। ওই ব্যক্তির অভিযোগ, পক্ষপাতদুষ্ট রিপোর্ট পেশ করে তাঁকে বিদেশি তকমা দিয়েছেন তদন্তকারী অফিসাররা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য।

আপনার কাছে স্কুল সার্টিফিকেট আছে? প্যান কার্ড পকেটে ঘুরছে? ভোটার কার্ডে দিব্যি ছাপানো রয়েছে নিজের ছবি, আর নাগরিকত্বের সপক্ষে আদালতে দাঁড়িয়ে বুক ঠুকে মৌখিক সাক্ষ্যও দিয়েছেন? ভাবছেন এটুকুতেই আপনি পাক্কা ভারতীয়? গুয়াহাটি হাইকোর্ট কিন্তু বলছে— একদম নয়! নথিপত্রের গোলকধাঁধায় সামান্য এদিক-ওদিক হলেই এই সমস্ত পোক্ত প্রমাণকে এক ঝটকায় 'কাগজের টুকরো' বানিয়ে দেওয়া যায়, তা আরও একবার প্রমাণ করল আদালত। সব কাগজ টেবিলে সাজিয়ে দেওয়ার পরেও নথির বানানে ও বয়সে মিল না থাকায় এক ব্যক্তিকে বিদেশি ঘোষণা করা হয় ঐতিহাসিক ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের রায়ে। আর সেটাই সগৌরবে বহাল রাখল গুয়াহাটি হাইকোর্ট। বিচারপতি কল্যাণ রায় সুরানা এবং বিচারপতি শামিমা জাহানের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, মুখে আপনি নিজেকে যা-ই দাবি করুন না কেন, ১৯৯০-এর দশকের ভোটার তালিকার রহস্যময় নামের সঙ্গে আপনিই সেই আসল রক্তমাংসের মানুষ, তা শুধু মুখের কথায় প্রমাণ করা অত সহজ নয়। ৩০ জুনের আদেশে

আদালত জানিয়েছে, যদিও আবেদনকারী প্রমাণ হিসেবে ১৫টি নথি পেশ করেছিলেন, কিন্তু তা ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইনের ৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী তিনি যে বিদেশি নন, বরং একজন ভারতীয় নাগরিক, তা প্রমাণ করতে সাহায্য করে না। পেশায় দিনমজুর এবং বর্তমানে ভাড়া বাড়িতে থাকা ওই আবেদনকারী অভিযোগ করেছিলেন যে, তদন্তকারী অফিসার তদন্তের পর একটি পক্ষপাতদুষ্ট রিপোর্ট জমা দেওয়ায় ট্রাইব্যুনাল ২০১৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁকে বিদেশি ঘোষণা করে। সেই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেই তিনি হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন। নিজের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে তিনি বিভিন্ন সরকারি রেকর্ডের মাধ্যমে পারিবারিক বংশতালিকা তুলে ধরেন। তিনি দাবি করেন, ১৯৫১ সালের জাতীয় নাগরিক পঞ্জিতে চরাই খাসারা গ্রামে তাঁর পরিবারের নাম নথিবদ্ধ ছিল। নদী ভাঙনের কারণে প্রায় ৫৬-৫৭ বছর আগে তাঁর পরিবার চরাই খাসারা থেকে ধোবাকুড়া গ্রামে চলে আসে এবং ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম বহাল থাকে। ১৯৭৩ সালে তাঁর ঠাকুরদা ঘুঘুদোবায় জমি কেনেন এবং পরে তাঁর বাবা-মা সেখানে চলে যান। নথিতে নামের বানানে সামান্য তারতম্য থাকলেও পরবর্তী ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম ছিল। ১৯৮৮ সালের ১ মে জন্ম নেওয়া ওই আবেদনকারী দাবি করেন, তিনি ঘুঘুদোবা এবং পরে হাশদোভায় বড় হয়েছেন। প্রমাণ হিসেবে তিনি স্কুল সার্টিফিকেট, প্যান কার্ড ও ভোটার কার্ড জমা দেন এবং যুক্তি দেখান যে বাবা, মা ও ঠাকুরদার নামের বানানের ভুলগুলো অনভিপ্রেত এবং এর কারণে তাঁর নাগরিকত্ব অস্বীকার করা উচিত নয়। আবেদনকারীর আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের পূর্ববর্তী নজির টেনে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, নথিতে বাবা বা ঠাকুরদার নামের বানানে সামান্য ভুল থাকাটা খুবই স্বাভাবিক এবং এর ভিত্তিতে নাগরিকত্ব বাতিল করা যায় না। তাছাড়া আবেদনকারীর বাবা নিজে আদালতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে নিজের সন্তান বলে শনাক্ত করা সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনাল সেই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যকে বেআইনিভাবে অগ্রাহ্য করেছে। এনআরসি রেকর্ড কম্পিউটার-জেনারেটেড হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ এবং কোনও প্রযুক্তিগত কারণে তা বাতিল করা যায় না বলেও তিনি দাবি করেন। সব দিক পর্যালোচনার পর গুয়াহাটি হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, ট্রাইব্যুনালের নথিপত্র মূল্যায়নে কোনও আইনি ভুল ছিল বলে আবেদনকারী প্রমাণ করতে পারেননি। ট্রাইব্যুনাল কোনও অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রায় দেয়নি বা আইনকে অবমাননা করেনি।

রাজস্থানে প্রশ্ন ফাঁস, ভাঙচুর

প্রতিবেদন : ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে ফের সরকারি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস। বেআব্রু নিরাপত্তা-ব্যবস্থা। জয়পুরে রাজস্থান মেডিক্যাল পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্সেসের পরীক্ষা চলাকালীনই ফাঁস হয়ে গেল প্রশ্ন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে চরম বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। চলে ব্যাপক ভাঙচুর ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন হাজার হাজার পরীক্ষার্থী। এই নজিরবিহীন কেলেঙ্কারির পর শাসক দল বিজেপির চরম গাফিলতি ও প্রশাসনিক অপদার্থতার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন পরীক্ষার্থীরা। কেন্দ্রে বসে থাকা পরীক্ষার্থীরা যখন বুঝতে পারেন যে পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয়েছে, তখন ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। জয়পুরের একাধিক কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা খাতা জমা দিতে অস্বীকার করেন এবং কেন্দ্রের বাইরে এসে বিক্ষোভে শামিল হন। বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করা যোগ্য চিকিৎসকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কেন এভাবে ছেলেখেলা করা হল, সেই প্রশ্ন তুলে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরেই স্লোগান দিতে থাকেন পরীক্ষার্থীরা। প্রশ্ন উঠছে, পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা এবং রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে কোনও সমন্বয় ছিল না কেন? কঠোর নিরাপত্তা বলয় থাকা সত্ত্বেও কীভাবে প্রশ্নপত্র বাইরে চলে গেল, তার কোনও উত্তর নেই প্রশাসনের কাছে।

বঞ্চিত মহিলারা

নয়াদিল্লি : নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল তৃণমূলকে যে কয়েক কোটি মহিলা ভোট দিয়েছেন, তাঁদের রীতিমতো শাস্তি দিচ্ছে বিজেপি। ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তাঁদের। অভিযোগ, তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখেলের। তাঁর কথায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে উপকৃত হতেন ২.৪ কোটি মহিলা। কিন্তু প্রায় ৫০ শতাংশের নামই বাদ দিয়েছে বিজেপি।

রুদ্ধশ্বাস অভিযান, তবুও বাঁচানো গেল না ৪ বছরের শিশুকে

চণ্ডীগড়: সেনা নামিয়েও বাঁচানো গেল না একরত্তি শিশুটিকে। একটানা ২১ ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন রকম প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে উদ্ধার-অপারেশনের পর শিশুটিকে যখন গভীর কূপ থেকে তুলে আনা হল, তখন তার দেহে আর প্রাণ নেই। মঙ্গলবার বাবার সঙ্গে মাঠে খেলতে গিয়েছিল হরিয়ানার আম্বালা জেলার ধানেরা গ্রামের চার বছরের শিশু নির্ভয় সিং। কিন্তু আর বাড়ি ফেরা হল না। খোলা কুয়োয় লুকিয়ে থাকা মরণ ফাঁদ শেষ করে দিল ফুটফুটে একটা জীবন। মঙ্গলবার সকালে আচমকা খেলতে খেলতে ২২০ ফুট গভীর বোরওয়েলের কাছে চলে যায় শিশু। অসাবধানতাবশত ভেতরে উঁকি দিতেই ভেজা মাটি ধসে পড়ে যায় নির্ভয়। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে

পরিবারের সদস্যরা ছুটে এসে শিশুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর খবর দেওয়া হয় প্রশাসনকে। ডাকা হয় সেনার বিশেষজ্ঞদের। কিন্তু কুয়োর ব্যাস মাত্র ৯ ইঞ্চি হওয়ায় উদ্ধারের কাজ রীতিমতো চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়। শিশুটির অবস্থান বুঝতে ক্যামেরা এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা নেওয়া হয়। ২১ ঘণ্টা ধরে উদ্ধার কাজ চলার পর বুধবার ভোররাতে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জানান, সব শেষ। আর বেঁচে নেই নির্ভয়। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার।

পঞ্জাব, হরিয়ানা বা রাজস্থানের মতো এলাকায় খোলা বোরওয়েলে বারবার দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রশ্ন হচ্ছে প্রশাসন কী করছে?

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে ৬-৩ রুলিংয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এগজিকিউটিভ অর্ডার খারিজ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অনাবাসীরা, যাঁরা এইচ-১বি ভিসায় রয়েছেন, নাগরিকত্বের অপেক্ষা করছেন, তাঁদের যদি সন্তান আমেরিকায় জন্মায়, তাহলে তাঁরা জন্মগতভাবেই মার্কিন নাগরিকত্ব পাবেন

যোগীরাজ্যে রামরাজত্ব! চুরির অভিনব প্লট মন্দির রক্ষকদের

সিসিটিভি এড়িয়ে বাথরুমে লুকোনো হত টাকা ট্রাস্টের প্রভাব খাটিয়ে আত্মীয়দের চাকরি

রামমন্দির-কাণ্ডে প্রশ্নের মুখে আরএসএস নেতা অনিল মিশ্র

নয়াদিল্লি: অযোধ্যার রাম মন্দিরের দান সামগ্রী আত্মসাতের ঘটনার তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সন্দেহের তির জোরালো হচ্ছে রাম মন্দির ট্রাস্টের প্রাক্তন ট্রাস্টি তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যতম নেতা অনিল মিশ্রর দিকে। এই কেলেঙ্কারিতে গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের জেরা করার পর দুর্নীতির অন্যতম মূল হোতা হিসেবে তাঁর নাম সামনে এসেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিশেষ তদন্তকারী দল ধৃত অবিনাশ মিশ্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় অনিল মিশ্রর নাম বেশ কয়েকবার উঠে আসে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে রামমন্দির ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাইয়ের সাথেই ট্রাস্টি পদ থেকে ইস্তফা দেন অনিল মিশ্র। ইতিপূর্বে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট তাদের দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তদন্তে আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, রামমন্দিরের অধিকাংশ কর্মচারীই অনিল মিশ্রর সুপারিশে চাকরি পেয়েছিলেন। সূত্র মারফত জানা গেছে, অন্তত ১২৫ জন কর্মী তাঁর সুপারিশে কাজ পান, যাদের মধ্যে তাঁর নিজেরই বেশ কয়েকজন আত্মীয়ও রয়েছেন।

সিট এখন এই অভিযোগেরও তদন্ত করছে যে অনিল মিশ্র চাকরির বিনিময়ে মোটা অঙ্কের কমিশন নিতেন কিনা। এই সংক্রান্ত তথ্য তদন্তকারীদের বিস্তারিত রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এর পাশাপাশি, অনিল মিশ্রের সাথে যুক্ত একাধিক সম্পত্তির খোঁজ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। মিশ্র মন্দিরের ট্রাস্টি হওয়ার পর থেকে তাঁর সম্পত্তি ঠিক কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই জালিয়াতিতে ধৃত অনুকল্প মিশ্র এবং লবকুশ মিশ্রর ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, যারা সম্পর্কে অনিল মিশ্রেরই আত্মীয়।

রামমন্দিরের তহবিল তছরুপ ও দুর্নীতির ঘটনায় সিট এপর্যন্ত মোট আটজনকে গ্রেফতার করেছে, যাদের মধ্যে রয়েছেন অবিনাশ শুক্লা, অনুকল্প মিশ্র, লবকুশ মিশ্র, মণীশকুমার যাদব, করুণেশ পাণ্ডে, রমাশঙ্কর মিশ্র, সুভাষ শ্রীবাস্তব এবং রামশঙ্কর যাদব ওরফে তিন্নু। সিসিটিভি ক্যামেরায় টাকা আত্মসাতের সময় তারা হাতেনাতে ধরা পড়ে এবং মঙ্গলবার তাদের কয়েক ঘণ্টা ধরে ম্যারাথন জেরা

করা হয়। তদন্তকারী সূত্রে খবর, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে যে দানসামগ্রী চুরির নেপথ্যে তিন্নু যাদব অন্যতম প্রধান চক্রান্তকারী ছিল। মন্দির চত্বরের টাকা গণনাকক্ষের একটি চাবি থাকত তিন্নুর কাছে, যার ফলে চুরি করা সহজ হয়েছিল। ধৃতরা পুলিশকে জানিয়েছে, অনিল মিশ্রর সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এই কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল। এমনকী অনিল মিশ্র নিজেও অনুদান গণনার প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকতেন। প্রভাবশালী যোগ থাকার কারণে তাদের কেউ প্রশ্ন করত না এবং সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো ঠিক কোথায় লাগানো আছে, তা তারা ভালো করেই জানত। ক্যামেরা এড়াতে একজন যখন টাকা সরাত, অন্যেরা তখন তাকে চারপাশ থেকে আড়াল করে দাঁড়াত। এরপর সেই টাকা বাথরুমে লুকিয়ে রাখা হত এবং সুযোগ বুঝে পরে বাইরে পাচার করা হত। ট্রাস্টের কর্মকর্তাদের কাছের লোক হওয়ায় কোথাও তাদের তল্লাশিও করা হত না। তদন্তে আরও জানা গেছে যে, গণনাকক্ষের একটি চাবি তিন্নু যাদবের কাছে থাকলেও দ্বিতীয় চাবিটি থাকত ব্যাংক কর্মীদের কাছে। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে একটি বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে এই টাকা গণনার কাজ চলত, যেখানে ১১ জন ব্যাংক কর্মী এবং ট্রাস্টের ৩ জন সহ মোট ১৪ জনের একটি দল যুক্ত ছিল। অভিযোগ, ব্যাংকের এক শ্রেণির কর্মচারীর সাথে যোগসাজশ করেই এই বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করা হত এবং চুরির টাকার একটি বড় অংশ তিন্নু যাদব ও ওই ব্যাংক কর্মীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। গোটা দুর্নীতির বিষয়ে শীর্ষ দায়িত্বপ্রাপ্তরা অবগত ছিলেন না, এমন মনে করছে না উত্তরপ্রদেশের আমজনতাও। এদিকে রামমন্দিরের দান সামগ্রী চুরির ঘটনায় এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছে অযোধ্যা পুলিশ। তদন্তে জানা গেছে, মন্দিরে সবচেয়ে বড় চুরির ঘটনাটি ঘটেছিল গত ২০১৫ সালের শুরুর দিকে কুম্ভমেলার সময়। পুলিশ জানিয়েছে, এ পর্যন্ত গ্রেফতার হওয়া আট অভিযুক্তের মধ্যে কয়েকজন কুম্ভমেলার আগেও ছোটখাটো চুরির সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু কুম্ভমেলা চলাকালীন মন্দিরে ভক্তদের সমাগম বাড়ার সাথে সাথে অনুদান ও দানের পরিমাণে এক বিশাল জোয়ার আসে। এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়েই অভিযুক্তরা নিজেদের মধ্যে যোগসাজশ করে এক বিরাট অঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ করে। মঙ্গলবার সিটের আধিকারিকরা গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের মুখোমুখি বসিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে ম্যারাথন জেরা করেন। পুলিশের দাবি, এই চুরির সম্পূর্ণ নীলনকশা যৌথভাবে এই আটজন মিলেই তৈরি করেছিল। তদন্তে আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, ধৃতদের মধ্যে সম্পর্কে শালা-ভগিনীপতি লবকুশ মিশ্র এবং অনুকল্প মিশ্র সবচেয়ে বেশি টাকা চুরি করেছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, এই দুই অভিযুক্ত চুরির টাকা ব্যবহার করে একাধিক সম্পত্তিও কেনে। এ পর্যন্ত তাদের নামে থাকা ছয়েরও বেশি সম্পত্তির সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তদের আর্থিক লেনদেন এবং এই সমস্ত সম্পত্তির উৎস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখতে অযোধ্যা পুলিশ এখন আয়কর দপ্তরের সাহায্য নিচ্ছে। বিরোধীদের দাবি, চুনোপুঁটিদের ধরলেই হবে না, কয়েকশো কোটির বিরাট দুর্নীতিতে যুক্ত রাঘববোয়ালদের পর্দাফাঁস করতে হবে।

ভারতবিরোধী প্রচার উড়িয়ে ভিসা কেন্দ্রে দীর্ঘ লাইন বাংলাদেশিদের

ঢাকা: কূটনৈতিক টানাপোড়েন কিংবা ভারত-বিরোধী মনোভাব— কোনও কিছুই যে সাধারণ বাংলাদেশিদের কাছে ভারতের আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমাতে পারেনি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ঢাকার ভারতীয় ভিসা কেন্দ্রের বাইরের অন্তহীন দীর্ঘ লাইন। দীর্ঘ দুই বছর বন্ধ থাকার পর ভারতের পর্যটন ভিসা (ট্যুরিস্ট ভিসা) পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিতেই বাংলাদেশের পাঁচটি ভিসা কেন্দ্রে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। পরিষেবা চালুর মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারতীয় ভিসা কেন্দ্রগুলোতে ১.৪০ লক্ষেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে। কিন্তু এই আকস্মিক ভিড়ের নেপথ্যে আসল কারণটা কী? দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওঠানামা যাই হোক না কেন, ভৌগোলিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই বাংলাদেশের। ভারতের সাথে তাদের ৪,০০০ কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। কার্যত, বাংলাদেশের কিছু জেলার তুলনায় ঢাকা থেকে কলকাতার দূরত্ব অনেক কম। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে সাশ্রয়ী চিকিৎসা, বিয়ের কেনাকাটা কিংবা

২৪ ঘণ্টায় ১.৪০ লক্ষ আবেদন!

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার আত্মীয়দের সাথে দেখা করার জন্য ভারতই একমাত্র সহজ সমাধান। ফলে ব্যবহারিক প্রয়োজন এবং গভীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন দুই প্রতিবেশীকে অবিচ্ছেদ্য করে রেখেছে।

গত ২৮ জুন ভারতীয় হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদী পর্যটন ভিসা পরিষেবা পুনরায় চালুর ঘোষণা করার পর থেকেই ঢাকা, রাজশাহি, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং খুলনার পাঁচটি কেন্দ্রে সাপের মতো আঁকাবাঁকা বিশাল লাইন দেখা গেছে। ঢাকার যমুনা ফিউচার পার্কের ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রের বাইরে গত তিন দিন ধরে এক কিলোমিটারেরও বেশি লম্বা লাইন চোখে পড়েছে, যা সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের জমে থাকা চাহিদার কথাই জানান দেয়। ২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র আন্দোলনের জেরে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছিল। সেই সময় ভারতীয় ভিসা কেন্দ্রগুলোতে হামলা ও কর্মীদের হুমকি দেওয়ার কারণে ভারত পর্যটন ভিসা বন্ধ করে দেয়; কেবল সীমিত পরিসরে মেডিকেল ভিসা চালু রাখা হয়েছিল। এরপর অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের আমলে পাকিস্তানের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি এবং ভারত-বিরোধী মনোভাবের কারণে সম্পর্ক আরও তলানিতে ঠেকে। পরিস্থিতি চরমে পৌঁছয় গত বছরের ডিসেম্বরে, যখন ভারত-বিরোধী নেতা ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের দিকে বিশাল জনতা মিছিল নিয়ে চড়াও হয়। বর্তমানে নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের অধীনে পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হলেও অবৈধ অনুপ্রবেশ ও তিস্তার জলবণ্টনের মতো ইস্যুতে সম্পর্ক এখনো শীতল। তবে বর্তমানে মাত্র ৫টি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে, যেখানে ২০২৪ সালের আগে বাংলাদেশে ১৬টি ভিসা আবেদন কেন্দ্র সচল ছিল। পর্যটন ভিসা চালু হওয়ায় সবচেয়ে বড় স্বস্তি মিলেছে চিকিৎসা প্রত্যাশীদের। চিকিৎসার জন্য পর্যটন ভিসাকেই জীবনদায়ী ভরসা হিসেবে বেছে নিচ্ছেন অনেকে। কারণ, এই পর্যটন ভিসা ব্যবহার করেই অনেকে ভারতের হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যান। পরিসংখ্যানও এই বাস্তবতার কথাই বলছে। ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৪ সালের মার্চের মধ্যে ২১ লক্ষেরও বেশি বাংলাদেশি ভারতে গিয়েছিলেন, যা ভারতে আসা মোট বিদেশি পর্যটকের ২০ শতাংশ। ভিসা বন্ধ হওয়ার পর ২০২৫ সালে সেই সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় মাত্র ৪ লক্ষ ৭০ হাজারে, যাদের বেশিরভাগই গিয়েছিলেন মেডিকেল ভিসায়। সম্পর্কের টানাপোড়েনের আগে ভারতের দেওয়া মোট মেডিকেল ভিসার ৭০-৭৫ শতাংশই পেতেন বাংলাদেশিরা। ভারত ভিসা বন্ধ করায় অনেকে বিকল্প হিসেবে চিন, থাইল্যান্ড বা সিঙ্গাপুরকে বেছে নিলেও তা বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রমাণিত হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বর্ষায় সুন্দরবনের রূপ সম্পূর্ণ বদলে যায়। অবিরাম বৃষ্টিতে এখানকার ম্যানগ্রোভ অরণ্য গাঢ় সবুজ হয়ে ওঠে, নদী ও খাঁড়িগুলো কানায়-কানায় পূর্ণ থাকে। নির্জনে সুন্দরবনের শান্ত ও বন্য রূপটি খুব কাছ থেকে উপভোগ করা যায়

মন ভালো করা লেপচাজগৎ

পাহাড়ি রাস্তার একপাশে খাড়া পাহাড়, আর অন্যপাশে গভীর খাদ— তারই মাঝে বুক চিরে চলে গেছে কুয়াশায় মোড়া রাস্তা। লেপচাজগৎ। যেন মেঘের দেশের কোনও এক রূপকথার রাজ্য। ঘুরে এসে লিখলেন **কৌশিক ঘোষ**

পাহাড়ের রানি দার্জিলিং থেকে মাত্র ১৯ কিমি দূরে ৬,৯৫৯ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত লেপচাজগৎ এক অপূর্ব শান্ত ও নির্জন পাহাড়ি জনপদ। পাইন, ওক এবং রডোডেনড্রনের ঘন বনের মাঝে নিরিবিলিতে মেঘ-পাহাড় ও কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য এটি আদর্শ জায়গা।

পাহাড়ের প্রতি আমার টান চিরকালের। শহরের চেনা কোলাহল আর ব্যস্ত জীবন থেকে ছুটি নিয়ে যখনই মন চায় একটু মুক্তির স্বাদ পেতে, তখনই চোখ বুজলে ভেসে ওঠে মেঘে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া। কিছুদিন আগে তেমনই এক হঠাৎ নেওয়া সিদ্ধান্তে আমরা রওনা হয়েছিলাম কাঞ্চনজঙ্ঘার কোল— লেপচাজগৎ-এর উদ্দেশ্যে।

শহরের গরম আর ধুলোবালি পেছনে ফেলে যখন আমাদের গাড়ি শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ ধরতে শুরু করল, তখনই জানান দিল এক অদ্ভুত প্রশান্তি। জানলা দিয়ে আসছিল পাইন আর ধূপের গন্ধ মেশানো ঠান্ডা হাওয়া। পাহাড়ি রাস্তার একপাশে খাড়া পাহাড়, আর অন্যপাশে গভীর খাদ— তারই মাঝে বুক চিরে চলে গেছে কুয়াশায় মোড়া রাস্তা।

কুয়াশার চাদরে লেপচাজগৎ

বিকেলের দিকে যখন আমরা লেপচাজগৎ পৌঁছালাম, ততক্ষণে চারপাশ কুয়াশায় ঢেকে গেছে। মনে হচ্ছিল যেন মেঘের দেশের কোনও এক রূপকথার রাজ্যে এসে পড়েছি। এখানে পর্যটকদের ভিড় কম, তাই নিস্তব্ধতা যেন আরও বেশি মায়াবী। আমাদের হোমস্টের কাঠের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে দেখছিলাম, কীভাবে মেঘের দল পাইন বনের মাথা ছুঁয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের এই রূপ সত্যিই অপার্থিব।

কাঞ্চনজঙ্ঘার রাজকীয় দর্শন

পাহাড়ে যাওয়ার আসল রোমাঞ্চ লুকিয়ে থাকে ভোরে। পরদিন ভোর সাড়ে ৪টেয় অ্যালার্ম বাজার আগেই ঘুমটা ভেঙে গেল। কনকনে ঠান্ডার মধ্যে জ্যাকেট-মাফলার জড়িয়ে যখন বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, চারিদিক তখনো অন্ধকার।

আস্তে আস্তে পূর্ব আকাশ ফর্সা হতে শুরু করল। আর ঠিক তখনই ঘটল সেই ম্যাজিক! অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে আকাশের এক কোণে জেগে উঠল কাঞ্চনজঙ্ঘা। ভোরের প্রথম সূর্যরশ্মি যখন বরফাবৃত শৃঙ্গে পড়ল, তখন মনে হল কেউ যেন খাঁটি সোনা ঢেলে দিয়েছে পাহাড়ের মাথায়। সোনালি থেকে আস্তে আস্তে সেই রঙ বদলে হয়ে গেল টুকটুকে লাল, আর তারপর এক উজ্জ্বল রুপোলি আভা।

সেই রূপের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরানো যায় না। প্রকৃতির এই নীরব নিস্তব্ধতার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুব ছোট, অথচ ভীষণ ভাগ্যবান মনে হচ্ছিল।

পাইন বনের নীরবতা

দুপুরের দিকে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম স্থানীয় পাইন বনের উদ্দেশ্যে। শুকনো পাইন পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার 'মড়মড়' শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। মাঝে মাঝে দু-একটা পাহাড়ি পাখির ডাক সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে দিচ্ছিল। বনের ভেতর দিয়ে যখন হালকা রোদ এসে মাটিতে পড়ছিল, আলো-ছায়ার সেই খেলা এক অদ্ভুত মায়াজাল তৈরি করেছিল।

লেপচাজগতে গেলে আদিবাসী লেপচা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী পাহাড়ি খাবার চেখে দেখার সুযোগ রয়েছে। এই অঞ্চলের খাবার মূলত স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ও বনজ উপাদানে তৈরি হয়। প্রধান খাবারের মধ্যে রয়েছে খুরিখু— বাজরা বা কুঁদোর রুটি এবং থুকপা— স্যুপ ও নুডলস।

এইভাবে তিনটে দিন কীভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। আবার সেই চেনা শহরের জীবনে ফিরে আসার সময় হল। গাড়ি যখন পাহাড় থেকে নিচে নামছিল, মনটা কেমন যেন ভারী হয়ে উঠছিল। তবে ব্যাগে করে নিয়ে আসছিলাম একরাশ তরতাজা হাওয়া, মনের শান্তি, আর ক্যামেরার মেমোরি কার্ডে বন্দি-হওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার সেই রাজকীয় হাসি। পাহাড় আমাকে শেখাল— জীবনটা যতই জটিল হোক না কেন, প্রকৃতির কোলে ফিরলে সব সহজ হয়ে যায়।

কীভাবে যাবেন?

কলকাতা থেকে লেপচাজগৎ যাওয়ার সবচেয়ে সহজ ও জনপ্রিয় উপায় হল ট্রেনে বা বিমানে নিউ জলপাইগুড়ি বা বাগডোগরা পৌঁছানো। সেখান থেকে গাড়ি বা শেয়ার্ড ট্যাক্সিতে প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে লেপচাজগতে পৌঁছানো সম্ভব।

কোথায় থাকবেন?

লেপচাজগতে থাকার জন্য প্রধানত হোমস্টে এবং বন দফতরের বাংলো রয়েছে। এখানকার বেশিরভাগ জায়গা থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘার দারুণ দৃশ্য দেখা যায়।

মাঠে ময়দানে

2 July, 2026 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মজয়ন্তীতে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার ক্লাব হাউসের অনুষ্ঠানে ছিলেন সিএবির অন্য কর্তারাও

জোড়া গোলে নায়ক কেন

জয়সূচক গোলের পর উচ্ছ্বসিত কেন।

ইংল্যান্ড ২ ডিআর কঙ্গো ১

আটলান্টা, ১ জুলাই : হ্যারি কেনের জোড়া গোলে স্বপ্নভঙ্গ ডিআর কঙ্গোর। আফ্রিকার দেশের বিরুদ্ধে ৭৪ মিনিট পর্যন্ত ০-১ গোলে পিছিয়ে থেকেও রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিল ইংল্যান্ড।

সৌজন্যে কেন। ৭৫ এবং ৮৬ মিনিটে দুরন্ত দুটি গোল করে দলকে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। বেঁচে রইল থ্রি লায়ন্সদের ৬০ বছরের খরা কাটিয়ে কাপ জয়ের স্বপ্নও!

ম্যাচটা শুরু হয়েছিল চরম নাটকীয়ভাবে। সাত মিনিটেই গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল কঙ্গো। বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের জোরালো শটে বল জালে জড়ান ব্রায়ান সিপেঙ্গা। পিছিয়ে পড়ে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছিল ইংল্যান্ড। ৩০ মিনিটে বেলিংহ্যামের জোরালো হেডে দক্ষতার তুঙ্গে উঠে বাঁচিয়ে দেন কঙ্গো গোলকিপার লিওনেল এমপাসি। পাঁচ মিনিট পরেই মার্কাস রাশফোর্ডের গোলমুখী শট কঙ্গোর এক ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে বাইরে যায়।

পাল্টা আক্রমণ শানিয়ে ৪২ মিনিটে প্রায় দ্বিতীয় গোল তুলে নিয়েছিল কঙ্গোও। ইওয়ান উইসাকে ইংল্যান্ডের বক্সে বল সাজিয়ে দিয়েছিলেন অ্যারন বিসাকা। কিন্তু উইসার শট পিকফোর্ডকে পরাস্ত করলেও বারে লেগে ফিরে আসে। প্রথমার্ধের শেষ দিকে বেলিংহ্যামকে আরও একবার নিশ্চিত গোল থেকে বঞ্চিত করেন এমপাসি। এবারও বেলিংহ্যামের হেড গোলে ঢোকার মুখে অসাধারণ তৎপতায় বাঁচিয়ে দেন কঙ্গোর গোলকিপার। এছাড়া বিরতির আগে দুবার ইংল্যান্ডের পেনাল্টির আবেদন নাকচ করেন রেফারি। একবার হ্যান্ডবল ও আরেকবার হ্যারি কেনকে ফাউলের জন্য পেনাল্টির দাবি তুলেছিলেন ইংল্যান্ডের ফুটবলাররা।

৫৪ মিনিটে বেলিংহ্যামের শট কঙ্গোর এক ফুটবলারের গায়ে লেগে গোলে ঢোকার মুখে অনবদ্য দক্ষতায় বিপন্মুক্ত করেন এমপাসি। তবে ৭৫ মিনিটে আর দলকে বাঁচাতে পারেননি কঙ্গো গোলকিপার। পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা অ্যান্থনি গর্ডনের সেন্টারে মাথা ছুঁইয়ে ১-১ করে ফেলেন হ্যারি কেন। এরপর ৮৬ মিনিটে কেনের ডান পায়ের গোলার মতো শট জালে জড়াতেই ইংল্যান্ডের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়।

দুর্ভাগ্য কঙ্গোর। ৫২ বছর পর বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলতে নেমেই সবার মন জয় করলেন কঙ্গোলিজ ফুটবলাররা। গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগালকে আটকে দিয়ে গোটা বিশ্বকে চমক দিয়েছিল কঙ্গো। এদিনও ইংল্যান্ডকে প্রায় ছিটকে দিয়েছিল। কিন্তু কেনের দক্ষতার কাছে হার মানতে হল!

ধাক্কা সামলে রান অভিষেক-শ্রেয়সের

অবশেষে রান পেলেন শ্রেয়স।

চেস্টার লি স্ট্রিট, ১ জুলাই : ৬ রানে ২ উইকেট হারিয়েও ভারত যে ২০ ওভারে ১৮৯/৭ তুলতে পেরেছে এটাই অনেক! এজন্য সবথেকে বেশি কৃতিত্ব দিতে হবে অভিষেক শর্মাকে। তিনি ২৪ বলে ৫৯ রান করে না গেলে আয়ারল্যান্ডে ব্যাটিংয়ের যে হাল হয়েছিল সেটাই রিভারসাইড গ্রাউন্ডে হত। এর সঙ্গে শ্রেয়স আইয়ারের কথাও বলতে হবে। নতুন অধিনায়ক অবশেষে রান পেয়েছেন। তিনি ৪৭ বলে ৬৮ রান করেন।

আয়ারল্যান্ড থেকে ইংল্যান্ডে পা রেখে ভাল করে যেখানে প্র্যাকটিসই করতে পারেননি, সেখানে শ্রেয়স আগে ব্যাট নিলেন কেন সেই প্রশ্ন উঠবে। বিশেষ করে এইসব কাউন্টি মাঠগুলোর উইকেট সম্পর্কে বিশেষ কোনও ধারণাই যেখানে নেই। অদ্ভুতভাবে ওপেনার সঞ্জু স্যামসন (১) আর ঈশান কিশানের (০) ব্যাট থেকে রান হারিয়ে গিয়েছে। ঈশান অবশ্য রান আউট হয়েছেন। তিলক ভার্মাও (১৩) রান পেলেন না।

ইংল্যান্ড বোলারদের মধ্যে সাকিব মাহমুদ যে ধাক্কা দিয়েছিলেন সেটাই বিপদে ফেলেছে ভারতকে। সাকিব শ্রেয়সকেও ফিরিয়ে দেন। ৩৩ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি। কিন্তু এসব সমস্যার মধ্যে শিবম দুবে ২১ বলে ৪২ রান করে নট আউট থেকে গেলেন। কিন্তু হর্ষিত রানা (০) আর অক্ষর প্যাটেল (৩) রান করতে পারেননি। পারলে ভারতের রান আরও কিছুটা যেত। ইংল্যান্ড বোলারদের মধ্যে স্যাম কুরান ও আদিল রশিদ একটি করে উইকেট নিয়েছেন।

টাইব্রেকারে শট নিতে চাননি চার ফুটবলার

বিস্ফোরক দাবি জার্মান মিডিয়ার

মিউনিখ, ১ জুলাই : প্যারাগুয়ের কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ ৩২ থেকেই ছিটকে গিয়েছে জার্মানি। চারবারের চ্যাম্পিয়নরা এই প্রথম বিশ্বকাপে কোনও ম্যাচ টাইব্রেকারে হারল! জার্মান সংবাদমাধ্যমের দাবি, পেনাল্টি শুটআউট চালাকালীন চারজন জার্মান ফুটবলার শট নিয়ে অস্বীকার করেছিলেন!

প্রতিবেদনের দাবি করা হয়েছে, টাইব্রেকারে জার্মানির কোন পাঁচজন শট মারবেন তা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। কিন্তু খেলা যে ষষ্ঠ শটে গড়াবে তা ভাবতে পারেনি। ষষ্ঠ শটের জন্য লিয়ন গোরেৎজকা, ওয়ালদেমার অ্যান্টন, নাথানিয়েল ব্রাউন ও মালিক চাওকে অনুরোধ করা হয়। কেউই শট নিতে রাজি হননি। গোরেৎজকা এঁদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ। দেশের হয়ে ৭২টি ম্যাচ খেলেছেন। তাঁকে অধিনায়ক জোশুয়া কিমিচ দু'বার অনুরোধ করেন শট নেওয়ার জন্য। কিন্তু গোরেৎজকা কিছুতেই রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ পেনাল্টি মারেন জোনাথন তাহ। যিনি এর আগে কোনও দিন পেনাল্টি মারেননি।

আত্মবিশ্বাসের অভাবে মিসও করেন।

জার্মান দলকে নিয়ে সমালোচনায় মুখ হয়েছে সেদেশের সংবাদমাধ্যম। লেখা হয়েছে, আমরা সব দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির দেশ হয়ে গিয়েছি। অর্থনীতিতে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পথে এগোচ্ছি। ফুটবল দলও অতীত গৌরব হারাচ্ছে। ফুটবলাররা ম্যাচের থেকেও বেশি ভেবেছে নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এটাই জানবে, জার্মানি একটা হেরোদের দল।

একে ঈশান

মুম্বই, ১ জুলাই : আইসিসি টি ২০ ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে অভিষেক শর্মাকে সরিয়ে একে উঠে এলেন ইশান কিশান। অভিষেক এক বছর ধরে শীর্ষে ছিলেন। ইশান ও অভিষেকের পর তিনে রয়েছেন পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহান। ভারতের তিলক ভার্মা ছয়ে ও বাদ পড়া প্রাক্তন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব আটে রয়েছেন। বোলিং র‍্যাঙ্কিংয়ে রশিদ খান যথারীতি একে। টেস্ট ব্যাটিংয়ে এক নম্বরে আছেন ট্রাভিস হেড।

মুক্ত শ্রীশান্ত

তিরুবনন্তপুরম, ১ জুলাই : প্রাক্তন ক্রিকেটার শান্তাকুমারন শ্রীশান্তের উপর থেকে তিন বছরের নির্বাসন তুলে নিল কেরল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। গত বছর কেরল ক্রিকেট লিগের আগে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করায় তাঁর উপর এই শাস্তি আরোপ হয়েছিল। বুধবার বিশেষ সাধারণ সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। তার আগে শ্রীশান্ত নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। জানান ভুল হয়েছিল।

বিদেশি-জট, ডুরান্ডে গ্রুপ পর্বেই হবে ডার্বি

প্রতিবেদন : ৪ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন মরশুমের আইএসএল শুরু। প্রাক-মরশুম টুর্নামেন্ট ডুরান্ড কাপ শুরু হওয়ার কথা ২৫ জুলাই। অথচ তিন সপ্তাহ আগেও ক্লাবগুলি জানতে পারল না দু'টি প্রতিযোগিতায় কতগুলো বিদেশি একাদশে থাকতে পারবে অথবা মোট কতজন বিদেশি ফুটবলার রেজিস্ট্রেশন করানো যাবে। ফেডারেশনের গড়িমসি এবং দায়সারা মনোভাব সমস্যায় ফেলেছে ক্লাবগুলিকে।

বিদেশি ফুটবলারদের আনার জন্য তাদের ভিসার ব্যবস্থা এখনও করতে পারেনি এআইএফএফ। কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের একটি চিঠি ভিসা প্রক্রিয়ার জন্য দরকার হয়। অথচ ক্লাবগুলির বিদেশি ফুটবলারদের ভারতে আনার জন্য সেই চিঠি এখনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে ব্যবস্থা করতে পারেনি ফেডারেশন। যে কারণে মোহনবাগান জেমি ম্যাকলারেন, আলবার্তো রডরিগেজ, সামির জেলকোভিচদের সই করিয়ে

ভারতে নিয়ে আসতে পারছে না।

বুধবার ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, একই গ্রুপে রাখা হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে। ফলে গ্রুপ পর্বেই ডার্বি। 'এ' গ্রুপে দুই প্রধানের সঙ্গে রয়েছে সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্স এবং সাউথ ইউনাইটেড এফসি। বি গ্রুপে রয়েছে মহামেডান। সঙ্গে আইএসএলের দুই ক্লাব জামশেদপুর এফসি ও স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি। গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড-সহ ছ'টি দল সম্ভবত খেলবে ডুরান্ডে। গতবারের রানার্স ডায়মন্ড হারবার এফসি অনিশ্চিত।

মাঠে ময়দানে
2 July, 2026 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রথম ভারতীয় হিসাবে চিলির ভলকানো ম্যারাথনে অংশ নিলেন কলকাতা নিবাসী উদ্যোগপতি রাম গোপাল কোঠারি

আজ রোনাল্ডো বনাম মদ্রিচ

টরন্টো, ১ জুলাই : একচল্লিশের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং চল্লিশের লুকা মদ্রিচ পরস্পরের মুখোমুখি। দীর্ঘদিন রিয়াল মাদ্রিদে একসঙ্গে খেলার পর এবার বিশ্বকাপের নক আউটে দেখা হচ্ছে দু'দলের দুই অধিনায়কের। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথমবার নক আউটে মুখোমুখি দুই চল্লিশোর্ধ ফুটবলার। জীবনের শেষ বিশ্বকাপে দুই মহাতারকার অগ্নিপরীক্ষা টরন্টো স্টেডিয়ামে পর্তুগাল বনাম ক্রোয়েশিয়া ম্যাচে। দু'জনেই তাঁদের বর্ণময় কেরিয়ারের শেষ লগ্নে এসে প্রথমবারের মতো বিশ্বজয়ের স্বাদ পেতে মুখিয়ে রয়েছেন। তবে শেষ ৩২ পর্বের লড়াইয়ে এক 'বুড়ো'-কে বিদায় নিতে হবে।

মাঠের লড়াইয়ে প্রবল চাপে রয়েছে রোনাল্ডোর পর্তুগাল। ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম বড় পরীক্ষায় তারা। উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫-০ জয়ে সি আর সেভেনের জোড়া গোল থাকলেও তাঁকে নিয়ে প্রশ্নবাণ থামেনি। গ্রুপের শেষ ম্যাচে কলম্বিয়ার মার্কিং এড়িয়ে গোলের দেখা পাননি রোনাল্ডো। পর্তুগিজ কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নিচে নেমে ডিফেন্ডারদের সাহায্য করছেন না। তবে সমালোচকদের জবাব মাঠেই জবাব দিতে চাইছেন রোনাল্ডোরা। মিডফিল্ডার জোয়াও ফেলিক্স বলেছেন, বাইরের কোনও কথা, পোস্টকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, ম্যানেজারের কথা শোনা। তিনি যা মনে করেন, সিদ্ধান্ত নেন, সেটাই সঠিক। একাদশে যারাই থাকুক না কেন, আমার বিশ্বাস তারা ভাল করবে।

২০১৮ বিশ্বকাপের ফাইনালিস্টদের বিরুদ্ধে জিততে হলে সঠিক পরিকল্পনা করে মাঠে নামতে হবে পর্তুগালকে। কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে কোচ মার্টিনেজের রক্ষণাত্মক রণনীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ৯০ মিনিটের মধ্যে ম্যাচ বের করতে হলে কার্যকরী প্ল্যান 'বি' তৈরি রাখা জরুরি। ঘানার বাধা টপকে নক আউটে ওঠা ক্রোয়েশিয়া মদ্রিচের নেতৃত্বে ডাউন দ্য মিডল এবং উইং প্লে-তেই পর্তুগিজ রক্ষণব্যূহ ভাঙতে চায়। ঘানার বিরুদ্ধে মদ্রিচের কর্নার থেকে হেডে জয়সূচক গোল করা নিকোলা ম্লাসিচ বলেছেন, পর্তুগাল দুর্দান্ত দল। প্রতিটি পজিশনেই বিশ্বমানের খেলোয়াড়। ম্যাচে ছোটখাটো বিষয়ই পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।

চোট সমস্যাতেও হুঙ্কার ইয়ামালের

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১ জুলাই : বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হয়তো দেখা হয়ে যাবে কিলিয়ান এমবাপে ও লামিনে ইয়ামালের। সুইডেনকে ৩-০ গোলে চূর্ণ করে শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়েছে ফ্রান্স। তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নক আউট পর্বে খেলতে নামছে স্পেন। প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়া। তার আগে এমবাপেদের কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন স্পেনের ১৮ বছরের তারকা উইঙ্গার ইয়ামাল।

প্র্যাকটিসে সতীর্থদের সঙ্গে ইয়ামাল।

ইয়ামাল জানিয়েছেন, ফ্রান্সকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে চান তাঁরা। এমবাপে, উসমান ডেম্বেলে, মাইকেল ওলিসে, ব্র্যাডলি বারকোলা সমৃদ্ধ ফ্রান্সকে তারা ভয় পাচ্ছেন না। তাঁর কথায়, ইউরো কাপের সময় থেকে ফ্রান্স আমাদের হারাতে পারেনি। ফলে আমাদের থেকে ওরা যে ভাল দল, এ কথা আমি বলতে পারছি না। এমন কোনও দল নেই যে তাদের হারানো যায় না। ফ্রান্স আমাদের থেকে ভাল দল নয়। কেউ ফেভারিট নয়। কেউ স্পেনের থেকে এগিয়ে নেই। আমরা ভীত নই। মনে হয় আমরাই জিতব। বিশ্বকাপটা আমার হতে পারে।

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ৩২ রাউন্ডের লড়াইয়ে নামার আগে স্পেনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে চোট-আঘাত। তবুও ১৬ বছরের বিশ্বকাপ খরা কাটানোর লক্ষ্য থেকে এক বিন্দুও সরছে না স্প্যানিশ আর্মাডা। সাংবাদিক সম্মেলনে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মার্কোস লরেন্তে। দলগত শক্তিই স্পেনকে সাফল্য এনে দিতে পারে বলে মনে করছেন তিনি।

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আবারও পেশিতে চোট পেয়েছেন নিকো উইলিয়ামস। সেই ম্যাচেই কলারবোনে চোট পান আর এক উইঙ্গার ইয়েরমি পিনো। বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কায় পিনো। লিভারপুলের তারকা ভিক্টর মুনোজও এখনও চোট সারিয়ে মাঠে নামতে পারেননি। সমস্যার মধ্যে দলগত সংহতিকেই গুরুত্ব দিচ্ছে স্পেন শিবির। লরেন্তে বলেছেন, আধুনিক ফুটবলে দলগত পারফরম্যান্সই পার্থক্য গড়ে দেয়।

বিশ্বকাপে আজ

আমেরিকা বনাম বসনিয়া
(ভোর ৫.৩০, সান ফ্রান্সিসকো)
স্পেন বনাম অস্ট্রিয়া
(রাত ১২.৩০, লস অ্যাঞ্জেলেস)
পর্তুগাল বনাম ক্রোয়েশিয়া
(শুক্রবার ভোর ৪.৩০, টরন্টো)

সরাসরি ইউনাইট ৮ স্পোর্টসে

নজরে হার্দিক

মুম্বই, ১ জুলাই : তিনি মুম্বই ইন্ডিয়ান ছাড়ছেন এটা মোটামুটি পাকা। কিন্তু প্রশ্ন হল হার্দিক পান্ডিয়া যাবেন কোথায়? শোনা যাচ্ছে চেন্নাই সুপার কিংসও নাকি তাঁকে নিয়ে আগ্রহী। যার অর্থ এই নিয়ে সাতটি দল হার্দিকের দিকে তাকিয়ে। তাঁকে নিতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে রাজস্থান রয়্যালস, কলকাতা নাইট রাইডার্সও। কেকেআর নাকি হার্দিককে নেতৃত্ব দিতেও আগ্রহী।

লেব্রন-বিদায়

লস অ্যাঞ্জেলস, ১ জুলাই : এনবিএতে বড় খবর। আট বছর লেকার্স-এ কাটিয়ে এবার সরছেন ৪১ বছরের লেব্রন জেমন। তিনি গোল্ডেন স্টেট ওয়ারিয়র্স-এ যেতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে। এনবিএতে চারবার মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার হওয়া লেব্রনের ২৩ মরশুম কাটানো হয়ে গিয়েছে। তিনি সর্বোচ্চ স্কোরার। ২২বার অলস্টার দলে সুযোগ পাওয়া ছাড়াও চারবার তিনি এনবিএ খেতাব জিতেছেন।

বিজয়োৎসবে মৃত তিন সমর্থক

শাপমুক্তি, বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় মেক্সিকো

মেক্সিকো ২ — ইকুয়েডর ০

মেক্সিকো সিটি, ১ জুলাই : কানাডার পর মেক্সিকো। আরও এক আয়োজক দেশ বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয়। বুধবার ইকুয়েডরকে ২-০ গোলে হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই ৪০ বছরের খরা কাটিয়ে বিশ্বকাপের নক আউটে জয়ের স্বাদ পেল মেক্সিকো। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে বুলগেরিয়াকে হারানোর পর, আর কখনও বিশ্বকাপের নক আউটে জয়ের মুখ দেখেননি মেক্সিকানরা। এতদিনে শাপমুক্ত হল মেক্সিকো ফুটবল।

এদিকে, জাতীয় দলের জয়ের পর মেক্সিকো সিটির রাজপথে বিজয় উৎসবে মেতেছিলেন বেশ কয়েক হাজার মেক্সিকান ভক্ত। সেই ভিড়ে দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন তিনজন। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রের খবর, মৃতদের একজন ৪৪ বছরের পুরুষ। অন্যজন ১৯ বছরের তরুণী। পরের দিকে ৪৮ বছরের একটি মহিলাকে উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি হাসপাতালে যাওয়ার পথেই মারা যান।

ম্যাচের আগের রাতে ইকুয়েডরের হোটেলের সামনে গিয়ে ফুটবলারদের বিরক্ত করার সব রকম চেষ্টা করেছেন মেক্সিকোর সমর্থকেরা। ড্রাম, ঢোল বাজানো, আতশবাজি পোড়ানোর মতো কাজ করে ফুটবলারদের ঘুম এবং বিশ্রামের সময় নষ্ট করতে চেয়েছেন তাঁরা। তা নিয়ে ইকুয়েডরের পক্ষ থেকে অভিযোগও করা হয়েছে ফিফার কাছে। সেই ক্লান্তির কারণেই হয়তো মেক্সিকোর সামনে কার্যত দাঁড়াতেই পারল না ইকুয়েডর।

ঐতিহাসিক জয়ের পর মেক্সিকান ফুটবলারদের উৎসব।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পর শুরু হয়েছিল ম্যাচ। ২২ মিনিটেই জুলিয়ান কিনোনেসের গোলে এগিয়ে যায় মেক্সিকো। সতীর্থ রবের্তো আলভারাদোর পাস থেকে বল পেয়ে জোরালো শটে জাল কাঁপান কিনোনেস। ৩১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রাউল জিমিনেজ। বিরতির আগেই দু'গোল হজম করার পর ম্যাচে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি ইকুয়েডর। উল্টে ম্যাচের সংযুক্ত সময়ে মেক্সিকোর সান্তিয়াগো জিমিনেজকে মুখ ঢেকে কিছু বলে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন ইকুয়েডরের ডিফেন্ডার পিয়েরো হেনকাপিয়ে।

লড়ে হার সেরেনার

লন্ডন, ১ জুলাই : ঘাসের কোর্টে প্রত্যাবর্তন মুহূর্তটা সুখের হল না সেরেনা উইলিয়ামসের। উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ডে অস্ট্রেলীয় প্রতিদ্বন্দ্বী মায়া জয়েন্টের কাছে হেরে বিদায় নিলেন ৪৪ বছরের মার্কিন তারকা। তিন সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, সেরেনা ৩-৬, ৭-৬(৮/৬), ৩-৬-এ পরাজিত হন।

কোর্ট ছাড়ছেন সেরেনা।

দীর্ঘ চার বছর পর উইম্বলডনের সেন্টার কোর্টে ফেরা সেরেনাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন দর্শকেরা। ম্যাচের প্রথম সেটে সেরেনার মধ্যে সামান্য জড়তা দেখা গেলেও, দ্রুত চেনা মেজাজে ফেরেন। দ্বিতীয় সেট থেকেই বোঝাতে শুরু করেন নিজের জাত। ২০ বছরের অস্ট্রেলীয় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে ম্যাচ ১-১ করে দিয়েছিলেন সেরেনা। কিন্তু তৃতীয় সেটে শেষরক্ষা করতে পারেননি।

খেলা শেষ হওয়ার পর, প্রথাগত সাংবাদিক বৈঠক এড়িয়ে যান সেরেনা। বরং এক বিবৃতিতে জানান, আবার উইম্বলডনে ফিরতে পেরে দারুণ লাগছে। কখনও ভাবিনি যে আবার এখানে খেলতে পারব। পরিবেশ ছিল অসাধারণ। কোর্টে নামার অনুভূতিটাও আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমি দারুণ ভাবে উপভোগ করেছি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশ্বকাপে জার্মানির বিপর্যয়ে দলের সঙ্গে থাকা ফুটবলারদের স্ত্রী ও বান্ধবীদের দুষলেন প্রাক্তন অধিনায়ক লোথাক ম্যাথাউজ

মাঠে ময়দানে

2 July, 2026 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২ জুলাই ২০২৬
বৃহস্পতিবার

এমবাপের দুই, ফ্রান্সের তিন

ফ্রান্স ৩ সুইডেন ০

নিউ ইয়র্ক, ১ জুলাই : মায়ের মৃত্যুতে দেশে ফিরেছিলেন দিদিয়ের দেশঁ। ফিরে এসে দেখলেন দলকে যেখানে রেখে গিয়েছিলেন, ঠিক সেখানেই আছে। সুইডেনকে ৩-০ গোলে হারিয়ে শেষ ১৬-তে পা রাখল ফ্রান্স। শনিবার তারা খেলবে প্যারাগুয়ের সঙ্গে।

কিলিয়ান এমবাপে যে ফর্মে আছেন তাতে এই বিশ্বকাপ তাঁর নাকি লিয়ো মেসির হতে যাচ্ছে, চর্চা চলছে। সুইডেন ম্যাচে এমবাপে একজোড়া গোল করেছেন। কিন্তু তার থেকেও বড় বিষয় হল এই জয়ের সঙ্গে ছবি ও কবিতার দেশ একটা ইতিহাসও গড়ে ফেলেছে। এই প্রথম কোনও দেশ বিশ্বকাপের টানা পাঁচ ম্যাচ তিন বা তার বেশি গোলে জিতল। যা নিশ্চিত করে এক্স হ্যান্ডলে ফিফা পোস্ট করেছে, ফ্রান্স প্রথম দল হিসাবে ফিফা বিশ্বকাপে টানা পাঁচটি ম্যাচে তিন বা তার থেকে বেশি গোল করল।

নিউ ইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফ্রান্স শুরু থেকেই আধিপত্য নিয়ে খেলেছে। এতটাই যে এ-যাবৎ জমাট থাকা সুইডিশ ডিফেন্স এমবাপেদের সামনে ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়। এরমধ্যে ৪৫ ও ৭৪ মিনিটে দুটি গোল করে যান ফ্রান্স অধিনায়ক এমবাপে। এই নিয়ে নক আউট পর্বে ১০ গোল হল তাঁর। এত গোল আর কারও নেই। রোনাল্ডো ও প্রাক্তন ফুটবলার লিওনিডাসের ৮ গোল রয়েছে। ফ্রান্সের তিন নম্বর গোলটি করেছেন ব্র্যাডলি বারকোলা।

গোলের উচ্ছ্বাস এমবাপের। সুইডেনের বিরুদ্ধে।

বড় আসরে নিজেকে তুলে ধরার অবিশ্বাস্য দক্ষতা রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ তারকার। এবারের বিশ্বকাপে প্রতি ম্যাচেই এমবাপে বোঝাচ্ছেন কেন তিনি বিপক্ষের ত্রাস। সুইডেনের বিরুদ্ধে দুটি গোল করে তিনি গোল তালিকায় ছয়ে উঠে এলেন। সমসংখ্যক গোল আর্জেন্টিনা অধিনায়ক লিয়োনেল মেসিরও। এমবাপে সবমিলিয়ে ১৮ বার বিশ্বকাপ ম্যাচে নেমে ১৮ গোল করলেন। এক্ষেত্রে মেসির রেকর্ড গোল ১৯। কিন্তু তিনি ছ'টি বিশ্বকাপ মিলিয়ে ২৯টি ম্যাচ খেলেছেন।

বিশ্বকাপ হয়তো শেষই পাকেতার

নিউ জার্সি, ১ জুলাই : রাফিনহার পর এবার লুকাস পাকেতা! জাপান ম্যাচে চোট পেয়ে বিশ্বকাপের বাকি ম্যাচে প্রবল ভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়লেন ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডার। জাপানের বিরুদ্ধে বিরতির ঠিক আগে বাঁ পায়ের পেশিতে চোট পেয়েছিলেন পাকেতা। দ্বিতীয়ার্ধে আর মাঠে নামেননি।

ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, পাকেতার বাঁ পায়ের উরুর পিছন দিকের পেশিতে চোট রয়েছে। আপাতত মেডিক্যাল টিম তাঁর দিকে নজর রাখছে। ব্রাজিল শিবির সরকারিভাবে এখনই বলছে না যে, পাকেতা গোটা টুর্নামেন্টে নেই। তবে এখনও পর্যন্ত যা খবর, তাতে ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডারের এবারের বিশ্বকাপে মাঠে নামার সম্ভাবনা কার্যত নেই। এমনকী ব্রাজিল ফাইনালে উঠলেও না। ব্রাজিলীয় সংবাদমাধ্যম গ্লোবো-র দাবি, পাকেতার চোট রীতিমতো গুরুতর। চলতি বিশ্বকাপে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

পাকেতার বাঁ পায়ের উরুর পিছন দিকের পেশিতে চোট রয়েছে। আপাতত মেডিক্যাল টিম তাঁর দিকে নজর রাখছে। ব্রাজিল শিবির সরকারিভাবে এখনই বলছে না যে, পাকেতা গোটা টুর্নামেন্টে নেই। তবে এখনও পর্যন্ত যা খবর, তাতে ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডারের এবারের বিশ্বকাপে মাঠে নামার সম্ভাবনা কার্যত নেই।

রবিবার রাতে শেষ ষোলো রাউন্ডের ম্যাচে নরওয়ের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে ব্রাজিল। তার আগে পাকেতার খবরে চাপে কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। কারণ তাঁর রণনীতিতে পাকেতার ভূমিকা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যেমন বিপক্ষের পা থেকে বল কাড়ায় সিদ্ধহস্ত। তেমনই বিপক্ষের ডিফেন্সিভ থার্ডে অনেক বেশি প্রেসিং ফুটবল খেলেন। সেই কাজটা ব্রাজিলের অন্য কেউ করতে পারেন না। জাপান ম্যাচে পাকেতার পরিবর্ত হিসাবে দানিলো সান্তোসকে খেলিয়েছিলেন আনচেলোত্তি। নরওয়ের বিরুদ্ধেও দানিলো শুরু করতেই পারেন।

এদিকে, পাকেতা-শঙ্কার মাঝেই সেলেকাওদের স্বস্তি দিচ্ছেন নেইমার দ্য সিলভা। জাপান ম্যাচে নেইমারকে মাঠেই নামাননি আনচেলোত্তি। যদিও গত কয়েক দিন ধরেই সতীর্থদের সঙ্গে চুটিয়ে প্র্যাকটিস করছেন ৩৪ বছর বয়সি ব্রাজিলীয় তারকা। টিম ম্যানেজমেন্ট আশাবাদী, খুব দ্রুতই ৯০ মিনিট খেলার মতো জায়গায় পৌঁছে যাবেন নেইমার।

জাপান ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ছেন পাকেতা।

গোল করেই মাতৃহারা কোচের পাশে এমবাপে

নিউ ইয়র্ক, ১ জুলাই : বিশ্বকাপের মতো হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মঞ্চে একঝলক হৃদয়ের বার্তা ছড়ালেন কিলিয়ান এমবাপে। দেখালেন জীবনের কাছে সবকিছু তুচ্ছ। এই গোল, ইতিহাস-ছোঁয়া রেকর্ড— সব।

হাফ টাইমের ঠিক আগের মুহূর্তে প্রথম গোল করেছিলেন ফ্রান্স অধিনায়ক। কিন্তু গোলের পর তিনি যেভাবে উচ্ছ্বাস দেখান তার ধারেকাছেও হাঁটেননি। তার বদলে এমবাপে ছুটে যান ফ্রান্সের ডাগ আউটের দিকে। সেখানে সতীর্থদের নিয়ে আবেগে জড়িয়ে ধরেন কোচ দিদিয়ের দেশঁকে। যিনি সদ্য মাকে হারিয়ে প্যারিস ফিরেছিলেন। ফিরে এসে আবার টাচলাইনের পাশে ছিলেন। দেখলেনও তাঁর দল ঠিক রাস্তাতেই আছে।

এমবাপে বলেছেন, কিছু ব্যাপার থাকে যা বিশ্বকাপের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। আমার-আপনার থেকেও। আমাদের দলের ডিএনএতেই আছে আমরা একসঙ্গে থাকব। তাই আমরা কোচের পাশে আছি। যা-ই ঘটে যাক বা সামনে যাই আসুক, আমরা কোচের পাশেই থাকব। কঠিন সময়ে কোচ যে একা নন সেটা ওকে বুঝতে দিতে চাই।

ম্যাচের পর মিক্সড জোনে এসে একই কথা বলেন ডিফেন্ডার মালো গুস্তও। তিনি বলেছেন, আমি জানি কিলিয়ান গোলের পর এটা করেছে কোচকে সহমর্মিতার বার্তা দিতে। খুব কঠিন সময়ের মধ্যে আছেন উনি। আমাদের সবাইকে ওঁর পাশে থাকতে হবে। আমার মনে হয় আমরা ঠিক কাজই করেছি।

আমরা ওর সঙ্গেই আছি

সহমর্মিতার বার্তা দিতে কোচ দেশঁর কাছে এমবাপে।

প্রায় দেড় দশক ধরে এই দলের সঙ্গে আছেন দিদিয়ের দেশঁ। কিন্তু এবার বিদায় নেওয়ার পালা। বিশ্বকাপের পরই সরে যাবেন তিনি। তার মধ্যেই ব্যক্তিগত জীবনে এই বিপর্যয়। এমবাপেরা অতএব শুধু আগলে রাখছেন না, চান কোচের হাতে কাপ তুলে দিতেও।

হারে ইস্তফা দিলেন কোমান

নিউ জার্সি, ১ জুন : মরক্কোর কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে তিনবারের ফাইনালিস্ট নেদারল্যান্ডস। দল ছিটকে যাওয়ার পরেও উদ্ধত ভঙ্গিতে কথা বলে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন ডাচ কোচ রোনাল্ড কোমান। চাপের মুখে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দায়িত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ভার্জিল ভ্যান ডাইকদের কোচ। একটি বিবৃতিতে কোমান লিখেছেন, আমি নেদারল্যান্ডস দলের প্রধান কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পেশাদার জীবনে যা অর্জন করেছি তার জন্য গর্বিত এবং কৃতজ্ঞ। এভাবে কোচের পদ থেকে সরে যেতে হচ্ছে বলে খারাপ লাগছে। বিশ্বকাপ নিয়ে আমরা অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম। ইতিহাস গড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা হয়নি। আমার থেকে হতাশ আর কেউ নয়। কোচ হিসেবে আমিই ব্যর্থতার জন্য দায়ী। এদিকে বুধবার মেক্সিকোর কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর পদত্যাগ করেছেন ইকুয়েডরের কোচ বেকাসিসি।

মাঠে ময়দানে

2 July, 2026 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ